



জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় বাইক চুরির কিনারা হয়ে গেল। চুরির অভিযোগে দক্ষিণ বারাসত বাজার এলাকা থেকে গ্রেফতার এক। ...বিস্তারিত পাতা ৩



কেশপুরের মহিষদা গ্রামে প্রচারে গিয়ে হিরণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে ৩০০০ টাকা করে লক্ষীর ভান্ডার দেওয়া হবে। ...বিস্তারিত পাতা ৫



ধর্ম নিয়ে আমি রাজনীতি করি না, যারা করে তাদের নিয়ে মন্তব্য করতে চাই না। মনোনয়ন জমা করতে এসে মন্তব্য বর্ধমান-পূর্বের তৃণমূল প্রার্থী শর্মীলা সরকার। ...বিস্তারিত পাতা ৭



মুখই অধিনায়ক পাণ্ডিয়ার সময়টা ভাল যাচ্ছে না। পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে নয় রানে জিতলেও শ্রো ওভাররেটের কারণে ম্যাচ ফি-র ১২ লাখ টাকা কাটা হয়েছে। ...বিস্তারিত পাতা ৮

হাইকোর্টে বড় ধাক্কা রাজ্যের, নিয়োগ মামলায় সিবিআই অনুসন্ধানের নির্দেশ বহাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ এপ্রিলঃ নতুন করে শাসক দলের একাধিক নেতার নাম উঠে এসেছে নিয়োগ দুনীতি মামলায়। এসএসসি বা প্রাথমিক নিয়োগ নয়, জিটিএ অর্থাৎ পাহাড়ের শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে এই দুনীতির অভিযোগ উঠেছে। আবারও নতুন মামলায় নাম উঠে এসেছে জেলবন্দি প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। নাম রয়েছে তৃণমূলের ভট্টাচার্য সহ একাধিক তৃণমূল নেতার। মামলায় সিবিআই অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নির্দেশ দেওয়ার পরই ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। তবে ডিভিশন বেঞ্চও বচস্‌ত ধাক্কা খেতে হল। সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ বহাল রাখল ডিভিশন বেঞ্চ। শুক্রবার বিচারপতি হরিশ চাট্টোপাধ্যায় ডিভিশন বেঞ্চ মামলায় রায় দিয়েছেন। গত কয়েকদিন ধরে হাইকোর্টে মামলার স্তানি চলছিল। সব পক্ষের সওয়ালজবাব শ্রােনে বিচারপতি। কেন সিবিআই অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই, তা জানতে চাওয়া হয়। রাজ্যের কাছে ওই নিয়োগ সম্পর্কে রিপোর্ট চাওয়া হয়। সব দেখার পর শুক্রবার রায় দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। রাজ্য কেন ডিভিশন বেঞ্চ গিয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিবেধীরা। এই পদক্ষেপকে ‘তৃণমূল সরকারের বিলাসিতা’ বলে কটাক্ষ করেন আইনজীবী তথা বারনোতা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, “আইনি অধিকার হলোও, নীতির প্রশ্ন আছে। দুনীতি হয়েছে, তদন্ত হবে। জনগণের পয়সায় মামলা করে অপাচার করা হচ্ছে।” উল্লেখ্য, সিআইডি’র হাতে একটি চিঠি আসে, তাইই পাহাড়ে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বেশ কিছু অভিযোগের কথা জানিয়ে এসেছিল। সেই চিঠিতেই উঠে এসেছিল শাসক দলের একাধিক নেতার নাম।

কাগজপত্র নিয়ে সিজিও-তে সন্দেশখালির বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ এপ্রিলঃ গত জুলাই মাসের পর থেকেই শিরোনামে সন্দেশখালি অভিযোগের পর অভিযোগে উত্তপ্ত হয়েছে এলাকা। বিক্ষোভের আগুনও পুড়েছে সন্দেশখালি। আপাতত পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও তদন্ত চলেছে পুরোদমে। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে শুরু হয়েছে সিবিআই তদন্ত। এবার ইউি দফতরে হাজির হলেন সেই সন্দেশখালির বাসিন্দারা। শুক্রবার সকালে একাধিক সন্দেশখালির বাসিন্দাকে প্রবেশ করতে দেখা যায় সিজিও কমপ্লেক্সে। তাদের হাতে ছিল বেশ কিছু নথিপত্র। সূত্রের খবর, শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেই সন্দেশখালি বাসিন্দারা উপস্থিত হয়েছেন। ইউি দফতরে। মূলত মাছ ব্যবসায় বাধা দেওয়া থেকে জমি কেন্দ্রে নেওয়ার অভিযোগ জানাতে ইউিও অফিস হাজির হয়েছেন তারা। বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সেই অভিযোগ সংক্রান্ত নথি নিয়েই উপস্থিত হয়েছেন তারা। জানা গিয়েছে, ইউির তরফ থেকে নোটিস পাঠিয়ে জানানো হয়েছিল যে সশরীরে এসে অভিযোগ জমা দিতে হবে। সেই মতো তথ্যপ্রমাণ সহ এদিন সে সব অভিযোগ গ্রহণ করেন তদন্তকারী অধিকারিকারা। উল্লেখ্য, ইউি অফিসারদের ওপর হামলা হওয়ার পর থেকেই নির্বোজ ছিলেন শেখ শাহজাহান। এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতা বলে পরিচিত ছিলেন তিনি। নেতা দুনীতিতে আগেই জড়িয়েছিল তার নাম, তবে পরবর্তীতে এলাকাবাসীর মুখে শোনা গিয়েছে একের পর এক গুরুতর অভিযোগ। রাজ্য পুলিশ শাহজাহানকে গ্রেফতার করার পর ইউি ও সিবিআই হেলস্কোড থেকেছেন তিনি। বর্তমানে জেলে বন্দি রয়েছেন শাহজাহান। ইতিমধ্যেই হাইকোর্টের নির্দেশে একটি পোটাল খুলে অভিযোগ দিতে মেলল আইডিও প্রশ্ন করা হয়েছে সিবিআই। যে কেউ চাইলে সেখানে অভিযোগ জানাতে পারবেন।

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

সন্ত্রাসের আবহেই সম্প্রদায় লোকসভার প্রথম দফার নির্বাচন! সময় যত গড়ায় তত বাড়ে অভিযোগের পাহাড়। প্রথম দফায় উত্তরবঙ্গের তিন জেলা অর্থাৎ আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি লোকসভা আসনে নির্বাচন ছিল। কিন্তু সবথেকে বেশি অভিযোগ সামনে আসে কোচবিহার লোকসভা আসন থেকে। বিজেপি এক্ষেত্রে অপহরণ, রিগিং থেকে শুরু করে একের পর এক অভিযোগ সামনে আসে। একের পর এক অভিযোগ রীতিমত চ্যালেক্সের মুখে নির্বাচন কমিশন। ভোটের দিন আবার উত্তপ্ত দিনহাটার ভোটাগুড়ি। দিনহাটা ১ বি রুক তৃণমূল সভাপতিকে বেষ্টনক মারধরের অভিযোগ বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। আত্মপ্র

রুক সভাপতিকে দেখতে হাসপাতালে যান মন্ত্রী উদয়ন গুহ। হাসপাতাল থেকেই নির্বাচন কমিশন ও পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন মন্ত্রী। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। উদয়ন গুহ বলেন, “হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আমরা ভোটাগুড়িতে বারবার কয়েক জনের কথা বলে যাচ্ছি, কিছুতেই পুলিশ প্রশাসন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তাইই গুণ্ডামি করে বেড়াচ্ছে।” তিনি বলেন, “ওই এলাকাই হচ্ছে, পুলিশ কী ব্যবস্থা নিল? খুবই বাজেভাবে মারা হয়েছে।” এরপর ধানায় অভিযোগ জানাতে যান উদয়ন গুহ। এদিকে দিনহাটা ভোটাগুড়ির পর এবার বোমা উজ্জার কোচবিহারের ফলিমারি গ্রামে। কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের মধ্য ফলিমারি ৪৬৭ বুথ সংগ্রহ এলাকা



থেকে ন’টি তাজা বোমা উজ্জারকে ঘিরে চাঞ্চল্য। এলাকাবাসীদের অভিযোগ বৃহস্পতিবার রাত থেকেই প্রচুর বোমাবাজি হয়েছে

এলাকায়। তারপর দিনের আলো ফুটতেই ন’টি তাজা বোমা দেখতে পান এলাকার বাসিন্দারা। খবর যায় পুলিশে। পুলিশ এসে বোমাগুলি

উজ্জার করে নিয়ে যায়। এদিন সকাল থেকেই কোচবিহারে লাগাতার অশান্তির ছবি দেখা গিয়েছে। কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভায়

ববাহমোটির, কসালডাঙা, জয়গুরু শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের বুথে ভোট লুটের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে আবার কইয়াকুটিতে তৃণমূল কর্মীদের ভেট্রিনে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। তপ্ত হয়েছে শীতলকুটিও। শীতলকুটির গিরিয়াকুটিতে বিজেপি কর্মীদের বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। কোচবিহারের বালেশ্বরেও বুথ জ্বাের অভিযোগ সামনে এসেছে। বোমা উজ্জার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে উদয়ন গুহ বলেন, “বোমা না মেরে কেউ বোমা বাড়ির সামনে সাজিয়ে রাখবে? বোমা কি লাভ? যে বাড়িতে সাজিয়ে রাখবে?” অন্যদিকে, বিজেপির বুথ সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ। মাথা ফাটল বিজেপির বুথ সভাপতির। কোচবিহারের চান্দমারির ঘটনা। চান্দমারি

কোচবিহারের দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের ১ নম্বর ব্লক। সেখানেই বিজেপির বুথ সভাপতির ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। উত্তরবঙ্গের তিন কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৭৭.৫৭ শতাংশ। প্রথম দফায় ভোট শতাংশের হারে দেশের অন্য রাজ্যগুলির থেকে এগিয়ে রয়েছে বাংলা। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানানেন, শুক্রবার মোট ৫৮১৪ বুথে ভোটগ্রহণ হয়েছে। ১০০ শতাংশ বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল। সব বুথের ওয়েব কাস্টিং হয়েছে। ২৭ হাজার ৯০৭ ভোট কর্মী কাজ করেছে। ৫৮১ মাইক্রো অবজারভার ছিল। তিন আসনে মোট ৩৭ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। নির্বাচন হয়েছে শান্তিপূর্ণ ভাবেই। যদিও কয়েক বিক্ষিপ্ত ঘটনার খবর এসেছে।

বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য গ্রেফতার হতেই উদয়নকে ঘিরে মহিলাদের তুমুল বিক্ষোভ



দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৯ এপ্রিলঃ গ্রামবাসীদের তুমুল বিক্ষোভের মুখে পড়লেন উত্তরবঙ্গ উদয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। এই ঘটনায় শুক্রবার দুপুরে উত্তেজনা ছড়ায় কোচবিহারের ভোটাগুড়িতে। ভোটের দিন দুপুরে গ্রেফতার করা হয় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য নিরঞ্জন বর্মনকে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, উদয়ন গুহর উল্লেখ্যেই তাঁকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ওই ব্যক্তির মুক্তির দাবিতে মন্ত্রীকে ঘিরে ধরেন ভোটাগুড়ির ওই গ্রামের বাসিন্দারা। প্রথম সারিতে ছিলেন গ্রামের মহিলারা। স্থানীয়সূত্রে জানা গেছে, এদিন দুপুরে ভোটাগুড়ির উত্তরপাড়া প্রাথমিক স্কুলে ভোট চলার সময় সেখানে গিয়েছিলেন উদয়ন গুহ। তারপরেই এলাকার মানুষজন ঘিরে ধরে তাকে। মন্ত্রীর উল্লেখ্যেই নিরঞ্জনবাবুকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে অভিযোগ করতে থাকেন তারা। তেতে ওঠে এলাকা। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। কিন্তু জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা করে পুলিশ। উদয়নবাবুকেও সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু জনতার বাধায় তা সম্ভব হয়নি। উদয়ন গুহ অবশ্য তাঁর উল্লেখ্যেই গ্রেফতারের দাবি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, “পঞ্চায়েতের ওই সদস্যের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তাকে খুঁজছিল পুলিশ। অবশেষে এদিন গ্রেফতার করে। এই ঘটনার সঙ্গে আমার কোনও যোগ নেই।” প্রথমদফার ভোট শুক্রবার সকাল থেকেই বিক্ষিপ্ত অশান্তি চলে কোচবিহারে। তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে কখনও তেতে উঠেছে মাথাভাঙা তো কখনও শীতলখুটি। অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগে উত্তপ্ত হয়েছে এলাকা। এদিন ভোটাগুড়িতেও উদয়ন গুহকে ঘিরে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চলে। পরে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে উত্তরপাড়া থেকে মন্ত্রীকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

বুথের সামনেই বিজেপি বিধায়ককে পুলিশের বাধা, ভুলভুল কাণ্ড শিলিগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ এপ্রিলঃ প্রথম পর্বের ভোটে সকাল থেকে দফায় দফায় উত্তপ্ত হচ্ছে কোচবিহার। এবার শিরোনামে জলপাইগুড়িও। মহামান্দা গার্লস স্কুলের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সামনে ভাটগ্রাম ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়কে বাধা দেওয়ার

ওঠে পরিস্থিতি। বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে বচসা শুরু হয়ে যায় পুলিশের। শিখা চট্টোপাধ্যায় দাবি করেন অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট আনুক পুলিশ। তারপরেই ধানায় যানেন তিনি। বিজেপি কর্মীরাও দাবি করতে থাকেন, অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট ছাড়া কোনওভাবেই তারা বিধায়ককে নিয়ে



অভিযোগ উঠল পুলিশের বিরুদ্ধে। তাঁর গাড়ি আটকানোরও অভিযোগ উঠেছে। মুহূর্তেই তেতে ওঠে এলাকা। পুলিশ ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে রীতিমতো ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। পুলিশের দাবি, ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে একটি বুথে ঢুকতে যাচ্ছিলেন বিজেপির বিধায়ক। তাকে বারণ করা হলোও তিনি শোমনেন। বিজেপির পাষ্টা দাবি, বুথে ঢোকেনি শিখা। বুধের ২০০ মিটারের মধ্যে যেতেই তাঁকে বাধা দেয় পুলিশ। আটক করে ধনাতোও নিয়ে যেতে চায়। এই ঘটনাকে ঘিরে শুক্রবার দুপুরে তেতে

যেতে দেবেন না। পুলিশকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তারা। পরে পুলিশকে এড়িয়েই পাটি অফিসে চলে আসেন শিখাদেবী। পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। বলেন, “আমি কোনও অন্যায় করিনি। কেন আমাকে গ্রেফতার করবে পুলিশ। আমার বিধানসভা এলাকায় আমি ঘুরতে পারব না! পুলিশ অন্যায়ভাবে আমাকে বাধা দিয়েছে।” তিনি দাবি করেন, ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল হাবের এটা নিশ্চিত জেনেই তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

‘ডায়লগ বললেই প্রবলেম হয়’, রায়গঞ্জে প্রচারে নতুন ডায়লগ মিঠুনের

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ১৯ এপ্রিলঃ রায়গঞ্জে বিজেপি প্রার্থী কার্তিকচন্দ্র পালের সমর্থনে প্রচারে সারলেন বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। জনতার অনুরোধে ডায়লগও বলতে শোনা যায় তাঁকে। তবে সেই ডায়লগে শোনা গেল একটি অন্য চণ্ড। এদিন মিঠুন বলেন, “ডায়লগ বললে প্রবলেম হয়! শেষ বার বলেছিলাম, আমার উপরে কেস করে দিয়েছিল! আরে কি কথা! ডায়লগ বলছি, বলে আমি নাকি হিংসা ছড়াচ্ছি, ওই সাপের ডায়লগে। সাপের ডায়লগ বলব আমি প্রয়োজনে একটি ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে পেরিয়ে-পেরিয়ে বলব।” এরপরেই মিঠুন বলেন, “আমি জলঢোড়াও নই, বেলেবোড়াও নই, আমি এমন এক সাপ, যে ছোট-ছোট ইঁদুর ধরে খাই।”

রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কার্তিকচন্দ্র পালের নির্বাচনী প্রচারে সভায় এদিন যোগ দেন মিঠুন চক্রবর্তী। শুক্রবারে শিলিগুড়ি থেকে হেলিকপ্টারে চেপে রায়গঞ্জের মিরমালের বিএসএফ ক্যাম্পের হেলিপ্যাডে নামেন মিঠুন। রায়গঞ্জ শহরের একটি বেসরকারি হোটেলের অল্প সময় বিশ্রাম নিয়ে সড়কপথে কালিয়াগঞ্জ শহরের মণিবাগ পাড়ার প্রতিবাদ ক্লাবের মাঠে জনসভায় যোগদান করেন তিনি। দলীয় প্রার্থী কার্তিক চন্দ্র পালের সমর্থনে ভোট চাওয়ার পাশাপাশি তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করেন মিঠুন। মিঠুন বলেন, “আমি বলছি যা দিচ্ছে সব নিয়ে নিন। কন্যাশ্রী-বন্যাস্রী-নামস্রী, এক হাজার দু’হাজার সব নিয়ে নিন, কারণ ওটা আপনার পয়সা। ঘুরিয়ে

নাক দেখাচ্ছে। সব আপনার পয়সা। সবকিছু নিয়ে বিজেপি জয়ন করুন, বিজেপিকে ভোট করুন। একটা সুন্দর বাংলা! আপনার প্রদান করব। এটাই হল মোদির গ্যারান্টি।” পাশাপাশি রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণীকে নাম না করে বলেন, “একটা কথা, আমাদের বিরুদ্ধে যে দাঁড়িয়েছেন এখানে, এর আগে আমি ওঁর জন্য প্রচার করে গিয়েছি। আমার এক্ষেত্রে মিঠুন দুঃখ হয়েছে। আপনি দল বদল করেছেন, তাতে আমার দুঃখ হয়নি। সে করতেই পারেন। কিন্তু দুঃখটা কোথায় জানেন, ওইরকম একটা দুনীতিগ্রস্ত দলে জয়ন করলেন কেন?” এক্ষেত্রে রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আখতারকেও এদিন নিশানা

করেন মিঠুন। তিনি বলেন, “সানা আখতার সাহেব, আমাদের এসপি সাহেব, এসপি

বলছি, কিসের জন্য বলছি, সেটা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। সেটা আমি খুলে বলব না। আপনি



সাহেব হাত জোড় করে আপনাকে অনুরোধ করছি, দুই চোখ দিয়ে দেখুন, দু’জনের সঙ্গে সমানভাবে ব্যবহার করুন। কেন

একজন বড় অফিসার। এমন অফিসার, হন, যে আপনি এশ্ট্রি নোবেন, আমার চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে যাব।”

ঝগড়া না করে বন্ধ দরজা খুলুক ভারত-পাকিস্তান, চান নওয়াজ শরিফ

ইসলামাবাদ, ১৯ এপ্রিলঃ পাকিস্তানের মাটিতে সে দেশের নাগরিককে ভারতের নিরাপত্তা এজেন্সি খুন করেছে বলে ইসলামাবাদ যখন সরব, তখন সেই সরকারের অঘোষিত অভিভাবকের কাছ থেকে ভিন্ন বার্তা এলা পাকিস্তানের তিনবারের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ বলেছেন, ভারত ও পাকিস্তান নিজেদের মধ্যে ঝগড়া না করে বন্ধ দরজা খুলে দিকা হৃদয় উন্মুক্ত করুক দুই দেশ। আলোচনা শুরু হোক দু-পক্ষের। তাকে দুই দেশই লাভবান হবে। নওয়াজ এই কথা কেনও কলসডা, আলোচনাচক্র বা সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেননি। তাঁর মেয়ে পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ প্রশ্নে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম নওয়াজ তাঁর বাবার এই বক্তব্য সে দেশ সফররত শিখ তীর্থযাত্রীদের জমায়েতে বলেছেন। গত মাসে পাকিস্তানের নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে। গোড়ায় ঠিক ছিল পাকিস্তান মুসলিম লিগ (নওয়াজ)-এর সভাপতি নওয়াজ শরিফ ফের প্রধানমন্ত্রী হবেন। বস্ত্ত দীর্ঘদিন বিদেশে রাজনৈতিক আশ্রয়ে থাকা নওয়াজ গত বছর অক্টোবরে স্বদেশে ফিরে নয়া পাকিস্তান গড়ার সংকল্প ঘোষণা করেন। তার আগের মাসেই দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয় জি-২০ সম্মেলন। যেখানে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব না নিয়ে ডেভে ওপডেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী। সবচেয়ে বেশি আনন পায় জেলবন্দি সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিকইইনশাহাদ বা পিটিআই। ইমরানের দলকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে জেটি সরকার গড়ে নওয়াজের দল এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি। জেটি সরকারের শরিক পিপিপি-র শর্ত জানার পর প্রধানমন্ত্রিরে দৌড় থেকে সরে দাঁড়িয়ে ভাই তথা আর এক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে এগিয়ে দেন দাদা নওয়াজ। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, পাকিস্তানের রাজনীতিতে শাহবাজের ভাবমূর্তি অনেকটাই ভরতের মতো। আগের দফায় প্রধানমন্ত্রী থাকাকালেও বিদেশবাসী দাদার সঙ্গে পরামর্শ না করে সিদ্ধান্ত নিতেন না। সেই নওয়াজ এখন দেশে থাকায় সরকারের পুরো নিয়ন্ত্রণ তাঁরই হাতো। ফলে নওয়াজের বক্তব্য হিসাবে মেয়ে মরিয়ম যে কথা বলেছেন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কবেরকারিভাবে সেই অভিততকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে। কূটনৈতিক মহল মনে করছে, এটিই পাকিস্তানের বর্তমান সরকারের প্রতিক্রিয়া। লক্ষ্যীয় মরিয়ম তার কাকা প্রধানমন্ত্রী শাহবাজের অভিমত সম্পর্কে নীরব ছিলেন। গত মাসে তিনি পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। তাঁর মন্ত্রিসভায় এই প্রথম একজন শিখ জায়গা পেয়েছেন। তিনিও পাকিস্তানের প্রথম নারী মুখ্যমন্ত্রী। পাকিস্তানে শিখদের পবিত্র তীর্থস্থান কৰ্ণাঠপুরসাহিব ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে বেশ কয়েক বছর হল। পাকিস্তান সরকার ওই এলাকার উন্নয়নের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করেছে।

বৃহস্পতিবার কৰ্ণাঠপুরসাহিবে তীর্থ করতে যাওয়া ভারতীয় শিখদের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটান পাক পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম আলোচনা চলাকালে তিনি বেশ আবেগতড়িত হয়ে পড়েছিলেন। বলেন, “আমাদের আদিবাড়ি এখনও ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গ্রামে রয়েছে। দেশভাগের পর আমার দাদু এপারে চলে আসেন। কিন্তু এত বছর পরও আমাদের গ্রামের বাড়ি প্রতিবেশীরা যন্ত্র করে রেখে দিয়েছে। যখনই কেউ সেখান থেকে পাকিস্তানে আসেন, আমাদের জন্য ভিটের মাটি নিয়ে আসেন।” মরিয়ম ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের বলেছেন, “আমার বাবা চান না দুই দেশ ঝগড়া, লড়াই করুক। বাবা চান, দুই প্রতিবেশী আলোচনার বসুকা” প্রসঙ্গত নওয়াজ ক্ষমতায় থাকাকালে কারিগল যুদ্ধ হলেও পরে জানা যায়, সেই সংঘর্ষেরে আসল নায়ক ছিলেন সেনা প্রধান জেনারেল পারভেজ মোশারফ। পরে নওয়াজকে হারিয়ে ক্ষমতা দলব করেন ওই সেনা কর্তা। কারাগিল যুদ্ধের পিছনে নওয়াজের ভূমিকা জানা থাকায় নয়াদিল্লিও তাঁকে আর পাঁচজন পাক প্রশাসকের সঙ্গে এক করে দেখে না। নরেন্দ্র মোদি ২০১৪-তে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ দেওয়ার দিন নওয়াজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী।

আখঘন্টা অন্তর ঘন্টা বাজলেই জল খাচ্ছে পড়ুয়ারা কাটোয়ার স্কুলে গরমের দাওয়াই ওয়াটার বেল

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১৯ এপ্রিলঃ

আখঘন্টা পর পর বেজে উঠছে ঘন্টা। না ক্লাস শেষের নয়। নয় ছুটির ঘন্টাও। আসলে ঘন্টা বাজিয়ে পড়ুয়াদের মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবার জল খেতে হবে। প্রখর দাবদাহে ত্রাহি রব উঠছে রাজ্যের সর্বত্র। বৈশাখের শুরুতেই ৪০ ডিগ্রির উপরে উঠে গেছে পারদ। ঘরের বাইরে বের হতে হিমশিম খাচ্ছেন সবাই। ছোটরা তো বটেই। এমন আবহাওয়ায় জল না খেলে বাচ্চাদের অসুস্থ হয়ে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। এই কথা মাথায় রেখে স্কুলের খুদে পড়ুয়াদের জল খাওয়ার অভ্যাস তৈরি করতে কাটোয়ার বিভিন্ন স্কুলে বাজানো হচ্ছে ওয়াটার বেল। স্কুল শুরু হওয়ার পর আখঘন্টা অন্তর অন্তর বাজছে জল খাওয়ার ঘন্টা। কাটোয়ার ডাটিগাছা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়েও পড়ুয়ারা জানায়, ঘন্টা বাজলেই সবাই একসঙ্গে বোতলের মুখ খুলে জল



খাওয়া হচ্ছে স্কুলে। শুধু তারাই নয় বেল বাজলেই জল খাচ্ছেন দিদিমণি-মাষ্টারমশাইরাও। রুস্পা

পড়ুয়া বলে, “দিদিমনিরা বলে দিয়েছেন জলের বোতল পাশেই রাখতে। ঘন্টা বাজলেই একসঙ্গে সবাইকে জল খেতে হবে। জল না

খেলে শরীর খারাপ করবে সবরা। তাই ঘন্টা বাজলেই আমরা সবাই একসঙ্গে জল খাছি। মাষ্টারমশাই দিদিমণিরাও আমাদের সঙ্গে জল খাচ্ছেন।” স্কুলের প্রধানশিক্ষক সন্দীপ দাস বলেন, “এই গরমে ছোটদের শরীর ঠিক রাখতে নিয়মিত জল খাওয়ানো দরকার। তাই একটা নিয়মের মধ্যে ওদের বাধতে চাইছি। ওয়াটার বেল পড়লেই সবাই একসঙ্গে জল খাচ্ছে। আখঘন্টা অন্তর জল খেলে শরীরে জলের অভাব পূরণ হবে ওদের। বাড়িতেও ঘড়ি দেখে আখঘন্টা অন্তর ওদের জল খেতে বলেছি আমরা।” এই স্কুলে শুধু ওয়াটার বেল বাজিয়ে পড়ুয়াদের জল খাওয়ানো হচ্ছে তাই নয়, রোদের মধ্যে ছাত্রছাত্রীরা যাতে ঘরের বাইরে না বের হয় তার জন্য এলইডি ফ্রিনে চালানো হচ্ছে নানান ধরনের কাঁচুন। বাচ্চাদের খেলার সময় কাটছে এই কার্টুন দেখে। স্কুলের এই উদ্যোগে খুশি পড়ুয়াদের অভিভাবকরাও।

‘অন্যান্য রাজ্যের লোকাল বাসেও পাখা থাকে’, পরিবহণ দফতরকে ভূমিকায় বিরক্ত হাইকোর্ট



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ এপ্রিলঃ বাবুঘাট এলাকায় একাধিক বাস চলাচল করছে কোনওরকম রুটের অনুমতি ছাড়া। হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র শোষণ ও ফাইন করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। যার জেরে ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বৈধঃ। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম মন্তব্য, শুধু শোষণ করলে হবে না। এদের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা

নিতে হবে। প্রয়োজন বাতিল করতে হবে লাইসেন্স। প্রধান বিচারপতি এদিন বলেন, বাসে জিপিএস লাগানোর ব্যাপারে পরিবহন দফতর কী বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল তা আদালতকে জানাতে হবে। এরই সঙ্গে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, অন্যান্য রাজ্যের লোকাল বাসে পর্যন্ত ফ্যান লাগানো থাকে। আমার রাজ্যে আসুন দেখবেন কী রকম বাস সার্ভিস। বাসের সিট অনেক উন্নত। এইভাবে বেআইনিভাবে বাস চললে তো যে কেউ যেকোনো রাস্তায় দশবিশজন করে যাত্রী নিয়ে চলতে থাকবে। অভিযোগে বাবুঘাট বা ধর্মতলায় ঢোকার অনুমতি না থাকলেও বিভিন্ন বাস এই রাস্তায় ঢুকছে। সেখান থেকে নিজেদের ইচ্ছেমতো বাস চালাচ্ছে। হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্য পরিবহন দফতরের সচিব ও ডেপুটি কমিশনার ট্রাফিককে নিয়ে কমিটি তৈরি করা হয়েছে। তারা রিপোর্ট দিয়ে জানিয়েছে ৭৪ জনকে শোষণ করা হয়েছে। শোষণকারে পর তাদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে রিপোর্টে উল্লেখ নেই কেন? প্রশ্ন করেন খোদ প্রধান বিচারপতি। এর পরই তিনি নির্দেশ দিয়ে জানান, এই সমস্ত বাসকে একবার ফাইন করার পরও তারা বাস চালাচ্ছে কি না তা দেখতে হবে। পাশাপাশি রাজ্যের পরিবহন দফতরকে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে এদের মধ্যে কাদের কারের ইন্টার স্টেট অনুমোদন রয়েছে। পরিবহন দফতরের কাছে বিস্তারিত তথ্যও তলব হাইকোর্টের। কারণ অনেক বাস ধর্মতলা বাবুঘাট থেকে ভিন্ন রাজ্যে যায়। আবেদনকারীর আবেদন ছিল, কত বাস বেআইনিভাবে চলছে তা চিহ্নিত করা হোক। বিস্তারিত রিপোর্ট দেওয়া হোক আদালতে। রাজ্যের আইনজীবী অমল সেনের বক্তব্য, বেআইনি বাস মালিকদের শোষণ করা হচ্ছে। এই রকম মোট ৭৪ জনকে শোষণ করা হয়েছে।

ভোট চলাকালীন বুথের সামনে আইইডি বিস্ফোরণ, ছিটকে উড়ে গেলেন সিআরপিএফ জওয়ান

রায়পুর, ১৯ এপ্রিলঃ ভোটপ্রহসের মাঝেই উত্তপ্ত বিজাপুর। ভোট চলাকালীনই হল বিস্ফোরণ। আহত সিআরপিএফ জওয়ান। আহত জওয়ানকে উদ্ধার করে বৌরমগড়ের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিস্ফোরণের পরই থমথমে এলাকা। আতঙ্কে বুথ ছেড়ে পালিয়েছেন ভোটাররা। লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট গ্রহণ আঁচ। সকাল থেকেই শুরু হয়েছে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে

বিস্ফোরণ হয়। ছিটকে পড়েন সিআরপিএফের অ্যাসিস্টেন্ট কমান্ডান্ট। বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হয়েছেন তিনি। আহত জওয়ানকে উদ্ধার করে বৌরমগড়ের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিস্ফোরণের পরই আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। বুথ ছেড়ে পালিয়ে যান ভোটাররা। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ভোট বুথের কাছে আইইডি বিস্ফোরণ হয়েছে।



২১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ১০২টি কেন্দ্রে। ছত্তীসগড়েও চলছে ভোটগ্রহণ। এ দিন ছত্তীসগড়ের বিজাপুরে ভোট চলাকালীনই বিস্ফোরণ হয়। ডিউটি করতে গিয়ে আহত হন সিআরপিএফ জওয়ান। জানা গিয়েছে, বিজাপুরের বৈরমগড়ের চিকা গ্রামের কাছে একটি বুথে ডিউটি করছিলেন সিআরপিএফের জওয়ানরা। হঠাৎ সেখানে

কোথা থেকে ওই বিস্ফোরক এল, তা এখনও জানা যায়নি। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, চলতি সপ্তাহেই ছত্তীসগড়ে মাওবাদী দমন অভিযানে বড় সাফল্য পেয়েছিল নিরাপত্তা বাহিনী। কান্ধেরের জঙ্গলে এনকাউন্টার অভিযান চালিয়ে নিকেশ করা হয়েছিল ২৯ জন মাওবাদীকে। এদের মধ্যে কয়েকজন মাওবাদী কমান্ডারও ছিলেন।

এক মাস আগেই হয়েছিল মস্তিস্কে অস্ত্রোপচার, হাসিমুখে ভোট দিলেন সদগুরু



কোয়েম্বাটোর, ১৯ এপ্রিলঃ এক মাস আগেই মস্তিস্কে গুরুতর অস্ত্রোপচার হয়েছে। তবে সেই শারীরিক অসুস্থতাকে নিজের দায়িত্বের মাঝে বাধা হতে দিলেন না। দেশের নাগরিক হিসাবে দায়িত্ব পালন করলেন সদগুরু। সকালেই ভোট দিলেন সদগুরু জাগি বাসুদেব। আজ থেকে শুরু হয়েছে ভোটসভা নির্বাচন। প্রথম দফার নির্বাচনেই লোকসভা নির্বাচন। প্রথম দফার বুথের বাইরে এসে তিনি ভোটের কালিও দেখান। একইসঙ্গে বাকি ভোটারদেরও অনুরোধ করেন ভোট দেওয়ার জন্য। প্রসঙ্গত, গত মাসেই প্রাণী একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় সদগুরুকে। তাঁর মস্তিস্কে জটিল অস্ত্রোপচার হয়। সেই সময়ে ইশা ফাউন্ডেশনের তরফে জানানো হয়েছিল, সদগুরুর মস্তিস্কে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। জীবন-মরণ সঙ্কট তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এক মাস ধরে এই শারীরিক অসুস্থতার কথা কাউকে বুঝতে নেননি সদগুরু। চলতি লোকসভা নির্বাচন সাত দফায় হতে চলছে। আজ প্রথম দফার নির্বাচন। ভোটের ফল প্রকাশ হবে আগামী ৪ জুন।

রোজ ‘স্টক’ করত, দিয়েছিল কুপ্রস্তাবও কলেজের ভিতরেই কুপিয়ে খুন কংগ্রেস নেতার মেয়ে

বেঙ্গালুরু, ১৯ এপ্রিলঃ কলেজের মধ্যেই খুন কংগ্রেস কর্পোরেটরের মেয়ে। বৃহস্পতিবার কন্টিকের হু বলিতে একটি বেসরকারি কলেজের ভিতরেই কুপিয়ে খুন করা হয় নেহা হিরেমথ (২৩) নামক এক যুবতীকে। ওই যুবতীর বাবা নিরঞ্জন হিরেমথ। তিনি কংগ্রেসের কর্পোরেটর খুনের অভিযোগে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে ফায়াজ নামক এক যুবককে। পুলিশ সূত্রে



জানা গিয়েছে, নেহা কন্টিকের বিভিন্ন কলেজের পড়ুয়া ছিলেন। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে স্নাতকোত্তরের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিলেন তিনি। অভিযুক্ত যুবক তাঁর প্রাক্তন সহপাঠী বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরেই নেহাকে বিরক্ত করছিল ফায়াজ। প্রেমের প্রস্তাব

দিয়েছিল। কিন্তু সেই প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়ায় রোষের মুখে পড়ে ওই যুবতী। এরপরও নেহাকে নানা কুপ্রস্তাব দেয় ফায়াজ। বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত যুবক কলেজ ক্যাম্পাসের ভিতরেই নেহাকে কুপিয়ে খুন করে এবং পালিয়ে যায়। কলেজের বাকি পড়ুয়ারা রক্তাক্ত অবস্থায় নেহাকে পড়ে থাকতে দেখেই তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে। রাতেই গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। এই খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবিডিপি ও বিজেপির কন্ঠী-সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখান কলেজের বাইরে।

ইরানের বিমানবন্দরে ইজরায়েলের হামলা! রুট বদল করা হল বিমানের, বাড়ছে সংঘাতের সম্ভাবনা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ইরান এবং ইজরায়েলের মধ্যে সংঘাত ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। গত ১ সপ্তাহ ধরে এই দেশের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়েছে। এরইমধ্যে স্ত্রুক্রবার সকালে পাওয়া গেল আরও একটি চাফল্য। কত যাত্রা। ইজরায়েলি ফৌজদার অভিযা় করেছে ইরানের উপর। এমনই তথ্য

প্রদেশে বেশ কয়েকটি ইরানি পারমাণবিক সাইট অবস্থিত স্বভাবতই এই ঘটনায় নতুন করে উত্তেজ ছড়িয়েছে। এই ঘটনার পরে ইরানের বিমানগুলিকে অন্য রুটে ঘুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সিরিয়ায় ইরানের দূতাবাসে হামলার প্রতিক্রিয়ায় ইরান ইজরায়েলে ড্রোন হামলা চালানোর কয়েকদিন পর এই ঘটনা ঘটেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও বেশ



জানিয়েছে মার্কিন সংবাদ সংস্থা। এই ইস্যুফাহান শহরেই একাধিক পরমাণু কেন্দ্র রয়েছে। ইরানের ইউরেনিয়াম কেন্দ্র নাটানান্ড-ও এখানেই অবস্থিত। ইরানের একটি সংবাদ সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইরানের শহর ইসাকাহানের একটি বিমানবন্দরে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেলেও তাৎক্ষণিকভাবে এর কারণ জানা যায়নি। ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচীর কেন্দ্রস্থল নাটাজ় সহ ইস্ফাহান

দেশ একটি ইউরোপীয় দেশ ইসরায়েলকে পাষ্টা হামলা না চালানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। মার্কিন এক আধিকারিকও জানিয়েছেন, ইজরায়েল ইরানের উপরে হামলা চালিয়েছে। তবে ইরাক ও সিরিয়ার উপরে হামলা চালানো হয়েছে কি না, তা এখনও জানা যায়নি। বেশিরভাগ ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র ইজরায়েলি ভূখণ্ডে পৌঁছানোর আগেই ভূপাতিত করা হয়েছিল। ইরান বৃহস্পতিবার

রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে বলেছে যে ইজরায়েলকে ‘আমাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে আর কোনো সামরিক দুঃসাহসিকতা বন্ধ করতে বাধ্য করতে হবে।’ কারণ জাতিসংঘ মহাসচিব সত্যক করেছেন যে মধ্যপ্রাচ্যে একটি ‘সর্বোচ্চ বিপদের মুহূর্তে’। ইজরায়েল বলেছিল যে তারা ১৩ এপ্রিল ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলার প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছে। গত শনিবার (১৩ এপ্রিল) মধ্যরাতে ইজরায়েলে প্রায় ২০০টি ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান সেনা। যদিও আমেরিকা এবং জর্ডনের মতো দেশের সহায়তায় শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধী ব্যবস্থার সাহায্য প্রায় ৯৯ শতাংশ ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্রকে প্রতিহত করে ইজরায়েল। ফলে বিশেষ ক্ষয়ক্ষতির ঘটনি। দীর্ঘদিন ধরেই ইজরায়েল ইরানকে নানাভাবে উসকানি দিচ্ছিল। ইরানের অভ্যন্তরে একাধিকবার হামলা চালিয়েছে। ইজরায়েল ইরানের বেশ কয়েকজন পরমাণু বিজ্ঞানীকে হত্যা করেছে বলে ইরান অভিযোগ করেছে। এ ছাড়া ইরাক ও সিরিয়ায় ইরানের বেশ কিছু কৌশলগত স্থানপায় হামলা করেছে। যুক্তরাষ্ট্রও হামলা করেছে এমন স্থানো যে কারণে ইরান পাষ্টা হামলা করেছে। এমন না যে ইরান আগ বাড়িয়ে হামলা করেছিল।

বিজয় মুহূর্তের সূচনা, মনোনয়ন জমা দিয়ে বললেন অমিত শাহ

গান্ধিনগর, ১৯ এপ্রিলঃ রোদ ঠোঁর আগে সকাল সাড়ে ১০টার মধ্যে ভোট দেওয়ার আবেদন অমিত শাহের। স্ত্রুক্রবার লোকসভা ভোটের প্রথম পর্বের দিই গান্ধিনগর কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন জমা দিলেন অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন মনোনয়ন জমা দিয়ে বেরিয়ে জানান, পুরো দেশ নরেন্দ্র মোদিকে তিনবারের জন্য ৪০০ আসন দিয়ে নির্বাচিত করবে। সেই সংকল্প অমিত শাহে বলেই তিনি। এদিন অমিত শাহের সঙ্গে ছিলেন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী

ভূপেন্দ্র প্যাটেলও। শাহের বিপরীতে গান্ধিনগর থেকে কংগ্রেস দলের সম্পাদক সোনাল প্যাটেলকে প্রার্থী করেছে। এদিন মনোনয়ন জমা দিয়ে অমিত শাহ বলেন, “আজ, আমি গান্ধিনগর আসন থেকে লোকসভার জন্য আমার মনোনয়ন দাখিল করেছি। এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে বিজেপি আমাকে সেই আসনের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিয়েছে যা শ্রদ্ধেয় লালকৃষ্ণ আদবানি, শ্রদ্ধেয় অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। গত ৬০

বছর ধরে আমি এই আসনের বিধায়ক ও সাংসদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।” একই সঙ্গে, তাঁর মনোনয়ন জমা দেওয়ার বিষয়টিকে ‘বিজয় মুহূর্ত’ বলে উল্লেখ করেছেন অমিত শাহ। এদিন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলের সঙ্গে রাজ্যের রাজধানী গান্ধিনগর কালেক্টর এবং জেলা নির্বাচন অফিসারের কাছে দুপুর ১২টা ৬৯ মিনিটে নিজের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন অমিত শাহ। এর আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে গান্ধিনগর কেন্দ্র

বিয়ের মণ্ডপ থেকে সটান বুথে, বর-কনের পোশাকেই ভোট দিলেন নবদম্পতিরা

উধমপুর, ১৯ এপ্রিলঃ ভোটকক্ষে বরযাত্রী। শুধু বরযাত্রী কেন, সঙ্গে বর-কনেও। কী ব্যাপার! বরের মাথায় বিয়ের পাগড়ি, পরনে শেরওয়ানি, গলায় মুক্তোমালা, কনের মাথায় বিয়ের জোড়া, হাতে মেহেন্দির সুবাস তখনও অমলিন, মাথায় একমাথা সিঁদুর। বিয়ের রাত কাটতে না কাটতেই নববধূকে ঘরে তোলার আগে সাতসকালে নবদম্পতি হাজির ভোট দিতে। জন্মু-কাশ্মীরের উধমপুরে প্রথম দফার ভোটে এমনই দৃশ্যের মুখোমুখি হল শুক্রবার সকালে। সূর্য

তাই বিয়ের পোশাক তখনও খোলা হয়নি। তার আগেই নিজেদের মতদান সেরে ফেললেন নবদম্পতি। কপিল বললেন, “ভোটদান আমাদের অধিকার। ফলে একেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।” শুধু কপিল নন, শাহিদ এবং রাধিকাও উধমপুরের একটি স্কুলে চলে এলেন বিয়ের পোশাকেই। রাধিকা বললেন, “গতকাল (বৃহস্পতিবার) আমাদের বিয়ে হয়েছে। আমিই ওকে বললাম, আমাদের ভোট দেওয়া উচিত। আমার ভোট এখানে



যতই মাথার উপর চড়ছে, ততই ভোটদানের উৎসাহের পারদও উঠছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নেতানেত্রী, দক্ষিণী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ভোটদানের ছবি সামনে আসছে। সকাল সকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি প্রথম দফার ভোটারদের স্ত্রুভেছা জানিয়ে অধিক সংখ্যায় ততপ্রকাশের আর্জি জানিয়েছেন। রাহুল গান্ধি স্ত্রুক্রবার সকালে এক এঞ্জাবার্তায় দেশবাসীর কাছে ঘৃণাকে দূর করে মহব্বত কা দুকান খোলার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু, সেসবের তোয়াক্কা না করে প্রথম ভোটারদের লাইনে দেখা গেল বরবেশী কপিল গুপ্তাকে। সবে বৃহস্পতিবার রাতে বিয়ে হয়েছে।

স্কুলে বসে ফেসিয়াল করাচ্ছেন প্রিন্সিপাল, ধরা পড়তেই কামড়ে দিলেন শিক্ষিকাকে!



লখনউ, ১৯ এপ্রিলঃ রোজ স্কুলে আসে পড়ুয়ারা, কিন্তু সেখানে পড়াশোনা ছাড়া আর সমস্ত কিছুই হয়। এবার স্কুলের ভিতরে বসে ফেসিয়াল করাতে দেখা গেল প্রিন্সিপালকে। এক শিক্ষিকা সেই ভিডিয়ো রেকর্ড করতেই রেগেে কাই প্রিন্সিপাল। ধাওয়া করলেন শিক্ষিকাকে। ধরে মারধর করলেন, এমনকী হাতে কামড়েও দিলেন প্রিন্সিপাল। হাওয়া করলেন শিক্ষিকাকে। ধরে মারধর করলেন, এমনকী হাতে কামড়েও দিলেন। ঘটনটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের এক প্রাথমিক স্কুলে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, উত্তর প্রদেশের উন্নাও জেলার একটি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা পড়ুয়াদের ক্লাস না নিয়ে, মিড ডে মিল রাবার ঘরে বসে ফেসিয়াল করাচ্ছিলেন।

অ্যাসিস্টেন্ট শিক্ষিকা অনম খান প্রিন্সিপালের এই কাণ্ড দেখে রেগেে যান। প্রিন্সিপালের কাজ স্কুলের সামনে আনতেই তিনি ভিডিয়ো রেকর্ড করা শুরু করেন। এদিকে, ওই শিক্ষিকাকে রুমে ঢুকতে দেখেই উঠে দাড়ান প্রধান শিক্ষিকা। সে ভিডিয়ো রেকর্ড করছে দেখেই তাঁর ফোন কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। ওই সহকারি শিক্ষিকা দৌড়ে পালিয়ে গেলে তাঁকে ধাওয়া করেন প্রিন্সিপাল। শিক্ষিকাকে ধরে মারধর করলেন, এমনকী হাতে কামড়েও দেন প্রিন্সিপাল। রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটতেই পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়। পুলিশের কাছে প্রিন্সিপালের ফেসিয়াল করার ভিডিয়ো জমা দিয়েছেন আহত শিক্ষিকা। এই ঘটনা সামনে আসতেই বেলক এডুকেশন অফিসার প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে তারের নির্দেশ দিয়েছেন। অভিযোগ প্রমাণ হলে প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে যথাযথ কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলেই জানানো হয়েছে।

প্রথম দফার সবচেয়ে ধনী প্রার্থীর সম্পত্তি ৭১৬ কোটি, সবথেকে গরিব প্রার্থীর পকেটে মাত্র ৩২০ টাকা!

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিলঃ টানটান উত্তেজনা, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফা থেকেই তুঙ্গে উত্তেজনা। প্রথম দফায় একাধিক বড় বড় মুখের ভাগ্যপরীক্ষা হতে চলেছে। আর ভোটের ময়দানে নামা

প্রার্থীদের সম্পত্তিও সামনে এসেছে হলফনামা জমা পড়ার পরই। লোকসভার প্রথম দফায় সবথেকে ধনী প্রার্থী যিনি, তার সম্পত্তির পরিমাণ ৭১৬ কোটি টাকা। সেখানেই সবথেকে গরিব প্রার্থীর সম্পত্তির পরিমাণ মোটে ৩২০ টাকা। নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা পড়া হলফনামার বিশ্লেষণ করেই জানা যায়, ১৬২৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ১০ জন এমন প্রার্থী রয়েছেন, যাদের কোনও সম্পত্তি নেই। আবার এমন ৪৫০ জন দফারও রয়েছেন, যারা কোটিপতি। প্রথম দফার নির্বাচনে সবথেকে ধনী প্রার্থী হলেন কংগ্রেসের নরুল নাথ। তিনি মধ্য প্রদেশের চন্দ্রওয়াডার বিদায়ী সাংসদ। তার আরও

একটি পরিচয় রয়েছে। মধ্য প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথের ছেলে। নরুল নাথের সম্পত্তির পরিমাণ ৭১৬ কোটি টাকা। দ্বিতীয় কেন্দ্র থেকে লড়ছেন। তৃতীয় ধনীতম প্রার্থী হলেন বিজেপির দেবনাথন যাদব। তিনি তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন। তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ৩০৪ কোটি টাকা। কার্তি চিদাম্বরমের সম্পত্তির পরিমাণ

৯৬ কোটি টাকা। চতুর্থ স্থানে রয়েছেন, বিজেপি প্রার্থী মালা রাজা লক্ষ্মী শাহ। তিনি উত্তরাখণ্ডের তেহরি গাড়ওয়াল থেকে প্রার্থী হয়েছেন। তার মোট সম্পত্তির পরিমাণ হল ২০৬ কোটি টাকা। বিএসপি'র মজিদ আলি পঞ্চম স্থানে রয়েছেন। তার মোট সম্পত্তির পরিমাণ হল ১৫৯ কোটি টাকা। তিনি উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এডিআরের তথ্য অনুযায়ী, প্রথম দফায় মোট প্রার্থীর ২৮ শতাংশ অর্থাৎ ৪৫০ জন হলেন কোটিপতি প্রার্থী। অন্যদিকে, এমন ১০ জন প্রার্থীও প্রথম দফার নির্বাচনে লড়ছেন, যাদের কোনও সম্পত্তি নেই। সবথেকে গরিব প্রার্থী পোনরাজ কে। তামিলনাড়ুর থুথুকেডি থেকে দাঁড়ানো এই নির্দল প্রার্থীর সম্পত্তির পরিমাণ মোটে ৬২০ টাকা। মহারাষ্ট্রের রামওটকের নির্দল প্রার্থী কার্তিক গোলমারও ও তামিলনাড়ুর চেন্নাই উত্তর-৭র প্রার্থীর সম্পত্তি মাত্র ৫০০ টাকা।

তাড়াতাড়ি টিকিট কাটুন-সামার স্পেশাল ট্রেনের আসন প্রায় ফুরিয়ে এলো পূর্বরেলের সামার স্পেশাল ট্রেনগুলির সঠিক ও সুষ্ঠু পরিচালনায় কট্টোল রুমের তীক্ষ্ণ নজর

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : এখনো আপনি টিকিট কাটেন নি ? যদি এখনো না কেটে থাকেন, তাহলে তাাতাাি করুন। কারণ, পূর্ব রেলে সামার স্পেশাল ট্রেনগুলির চলাচল শুরু হয়ে গেছে। গরমের ছুটিতে হিমালয়ের শীতলতার আমেজ নিতে নিউ জলপাইগুড়ি বা উত্তর ভারতের উদ্দেশ্যে সপরিবার যাত্রায় বাঙালি এখন উন্মুখ। রোজ চলা টাইম টেবিল ট্রেনগুলিতে ইতিমধ্যেই দীর্ঘ ওয়েট লিস্ট। এই পরিস্থিতিতে রেল এগিয়ে এসেছে স্পেশাল ট্রেনের বুলি নিয়ে। গ্রীষ্মকালীন যাত্রার জন্য টিকিটের অতিরিক্ত চাহিদার সামাল দিচ্ছে এই স্পেশাল ট্রেন গুলি। পূর্ব রেল ইতিমধ্যেই যেসমস্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি চালাচ্ছে সেগুলি হল হাওড়া – হিসার (১ জোড়া), হাওড়া – নিউ জলপাইগুড়ি (১১ জোড়া), হাওড়া – রঞ্জৌল (১০ জোড়া), শিয়ালদহ – জাগি রোড (১২ জোড়া), কলকাতা – জয়নগর (১০ জোড়া), মালদা টাউন – নিউ দিল্লী (১৫ জোড়া), মালদা টাউন – আনন্দ বিহার (১১ জোড়া), ভাগলপুর – নিউ দিল্লী (১৪ জোড়া), আসানসোল – আনন্দ

বিহার (১১ জোড়া), শিয়ালদহ – লখনৌ (১১ জোড়া), আসানসোল – জয়পুর (১১ জোড়া), ভাগলপুর – উধনা (১ জোড়া) ইত্যাদিকিছু কিছু সেগমেন্টে ১০০ এর বেশি রিজার্ভেশন হচ্ছে, অর্থা একটি বার্থ একাধিকবার রিজার্ভেশন করা হচ্ছে। এর থেকেই এই স্পেশাল ট্রেনগুলির প্রতি যাত্রীদের বিপুল চাহিদাও অনুভব করা যাচ্ছে। সমস্ত ট্রেনেই পরিচ্ছন্নতা , জলসরবরাহ এবং অন্যান্য হাউসকিপিং এর উপর জোর দেওয়া হয়েছে যাতে যাত্রীদের ভ্রমণ স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে। স্টেশনে স্টেশনে ওয়াটার কুলার বা জলের ট্যাক বসানো হয়েছে। প্লটফর্মের শেষের প্রান্তের দিকে জলের ট্যাক বসানোর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে যাতে যাত্রীরা বিশেষত সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী ও স্লিপার ক্লাসের যাত্রীরা সহজেই পানীয় জল পেতে পারেন। এছাড়াও IRCTC জনতা মিল সরবরাহের জন্য বিভিন্ন স্টেশনে KIOSK স্থাপন করেছে যাতে যাত্রীরা সহজেই পানীয় জল খাবার দেওয়া যায়। RPF বিভিন্ন স্টেশনে ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট করছে যাতে ট্রেন চলার তাড়াহুড়োয় কেউ



প্রয়োগকারীদের ঝগ্ডের না পেরেন ও অন্যান্য অসাধু ব্যক্তি বা টিকিট দালালদের থেকে দূরে থাকেন। এছানাও রেলওয়ে আধিকারিকরা কট্টোল রুমে বসে ২৪ ণ ৭ ভিত্তিতে দিনভর সামার স্পেশাল ট্রেনগুলির পরিচালনায় নিয়মানুবর্তিতা সুনিশ্চিত করছেন এবং বিভিন্ন স্টেশনদের পরিস্থিতিতে উপর নজর রাখছেন। তবে এই

গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেনগুলির জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চাহিদাও বাাতে শুরু করেছে। অনেক ট্রেনেই প্রায় আসন সংখ্যা

ফেলুন। কারণ দেরি হলে রোজ চলার ট্রেনগুলি তো দূর , গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেনগুলিতে আসন সংখ্যা পূর্ণ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নিশ্চিত ও নিরাপদ যাত্রা ভ্রমণ করতে যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা IRCTC ওয়েবসাইট বা রেলের কন্টিন্টার থেকে টিকিট কাটুন। টিকিট দালালদের শিকার হবেন না। টিকিট দালালদের শিকার হলে ভুয়ো টিকিটের জন্য আপনার যাত্রা পন্ড হতে পারে , তাছাড়া জেল-জরিমানা হবারও সম্ভাবনা আছে। তাই আর দেরি নয়, যাত্রীসাধারণের কাছে অনুরোধ তারা IRCTC ওয়েবসাইট থেকে সামার স্পেশাল ট্রেনগুলির বিবরণ দেখে নিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব আসন সংরক্ষণ করুন। শ্রী কৌশিক মিত্র, পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগে আধিকারিক বলেন যে, গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেনগুলির হাউসকিপিং এর উপর জোর দিয়েছে পূর্ব রেল। এছাড়াও, প্রত্যেক স্টেশনেই ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট এর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাতে সবাই সুষ্ঠুভাবে ট্রেনে চড়তে পারেন। নিরাপদ ও আরামদায়ক রেল পরিষেবা দিতে পূর্ব রেল সর্বদাই সচেষ্ট।



শুক্রবার সকালে পাড়ার মোড়ে, চায়ের দোকানে, বাজারে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ সারেন হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডাঃ রঘীন চক্রবর্তী। এদিন ২৫ ও ২৬ নং ওয়ার্ডের অলিগলিতে প্রচার হয়। সকালে হাজারহাত কালীর মন্দিরে পূজো দেন প্রার্থী। বিজেপির মধ্য হাওড়া মন্ডল-২ এর সভাপতি শিবশঙ্কর সাধুখাঁ র নেতৃত্বে এদিন এই প্রচারের আয়োজন করা হয়।

উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুত সরবরাহ করার নির্দেশ

১৯ এপ্রিল : চলতি তাপপ্রবাহের মধ্যে বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় কোন সময় বিদ্যুত সরবরাহ বিঘ্নিত হলে রাজা সরকার সি ই এস সি কতৃপক্ষকে সেই সময় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটরের মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুত সরবরাহ করার নির্দেশ দিয়েছে। বিদ্যুত মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস আজ বর্তমান দাবদাহ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বিদ্যুত ভবনে সি ই এস সি র শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে কোথাও যান্ত্রিক গোলাযোগে হলে তা এস এম এস এর মাধ্যমে গ্রাহকদের জানানোর পাশাপাশি দ্রুত মেরামত করার কথা বলা হয়েছে। মেরামতির জন্যে মোবাইল ডানন ও কর্মীসংখ্যা বাানোের কথা বলা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আজকের ঠেঠকে বিদ্যুত সচিব শাহনু বসু ছাড়াও বিদ্যুত উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান পি বি সেলিম উপস্থিত ছিলেন।



হাওড়ার ফোর্ট উইলিয়ম জট মিলের সামনে থেকে হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী সর্ব্যাসাচী চট্টোপাধ্যায়ের প্রচার শুরু হয়। এরপর ৩৫ নং ওয়ার্ড ঘুরে ওই জনসংযোগ শেষ হয় কোল ডিপো কাজীপাড়ায়।

পুলিশের তৎপরতায় মোটরবাইক চুরির কিনারা



দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৯ এপ্রিল : জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় মোটরবাইক চুরির কিনারা হয়ে গেল।আর এই মোটরবাইক চুরির অভিযোগা দক্ষিন বারারশত বাজার এলাকা থেকে গ্রেফতার একাধৃতকে শুক্রবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, গত ৮ ই এপ্রিল জয়নগর থানার দক্ষিন বারারশত এলাকা থেকে হরিনারায়ণপুর পঞ্চায়েতের রায়নগর নতুনপল্লীর বাসিন্দা কৃষান নন্দ্রর নামে এক ব্যক্তি দক্ষিন বারারশতে বাজার করতে আসেন সন্ধ্যা বেলায়।বাজারের ভেতরে মোটরবাইক টি রেখে বাজার করে ফিরতে গিয়ে দেখে তাঁর মোটরবাইক টি চুরি হয়ে গেছে। এদিক ওদিকে খোঁজাখুঁজি করে তাঁর মোটরবাইক টি না পেয়ে ৯ ই এপ্রিল জয়নগর থানায় গিয়ে চুরির অভিযোগা দায়ের করেন তিনি। আর তাঁর পরে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে এ এস আই সমীর চক্রবর্তী তদন্তে নেমে নিজস্ব সোর্সের সূত্র ধরে বৃহস্পতিবার রাতে দক্ষিন বারারশত বাজার এলাকা থেকে মোটরবাইক চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতের নাম আলমগীর মোল্লা, বাড়ি বাসন্তী থানার বটতলা এলাকা। ধৃতকে শুক্রবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, গত ৮ ই এপ্রিল জয়নগর থানার দক্ষিন বারারশত এলাকা থেকে হরিনারায়ণপুর পঞ্চায়েতের রায়নগর নতুনপল্লীর বাসিন্দা কৃষান নন্দ্রর নামে এক ব্যক্তি দক্ষিন বারারশতে বাজার করতে আসেন সন্ধ্যা বেলায়।বাজারের ভেতরে মোটরবাইক টি রেখে বাজার করে ফিরতে গিয়ে দেখে তাঁর মোটরবাইক টি চুরি হয়ে গেছে। এদিক ওদিকে খোঁজাখুঁজি করে তাঁর মোটরবাইক টি না পেয়ে ৯ ই এপ্রিল জয়নগর থানায় গিয়ে চুরির অভিযোগা দায়ের করেন তিনি। আর তাঁর পরে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে এ এস আই সমীর চক্রবর্তী তদন্তে নেমে নিজস্ব সোর্সের সূত্র ধরে বৃহস্পতিবার রাতে দক্ষিন বারারশত বাজার এলাকা থেকে মোটরবাইক চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতের নাম আলমগীর মোল্লা, বাড়ি বাসন্তী থানার বটতলা এলাকা। ধৃতকে শুক্রবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, গত ৮ ই এপ্রিল জয়নগর থানার দক্ষিন বারারশত এলাকা থেকে হরিনারায়ণপুর পঞ্চায়েতের রায়নগর নতুনপল্লীর বাসিন্দা কৃষান নন্দ্রর নামে এক ব্যক্তি দক্ষিন বারারশতে বাজার করতে আসেন সন্ধ্যা বেলায়।বাজারের ভেতরে মোটরবাইক টি রেখে বাজার করে ফিরতে গিয়ে দেখে তাঁর মোটরবাইক টি চুরি হয়ে গেছে। এদিক ওদিকে খোঁজাখুঁজি করে তাঁর মোটরবাইক টি না পেয়ে ৯ ই এপ্রিল জয়নগর থানায় গিয়ে চুরির অভিযোগা দায়ের করেন তিনি। আর তাঁর পরে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে এ এস আই শান্তনু বিশ্বাস ও এ এস আই সুকুমার হালদার সহ পুলিশের বিশেষ টিমের নজরে আসে জয়নগর থানার বাগচি গোবিন্দপুর এলাকায় এক ব্যক্তির সদেহজনক গতিবিধি। আর তখনই তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশিতে তাঁর কাছ থেকে একটি ওয়ান সাটর

নিশীথ প্রামাণিককে কটাক্ষ ফিরহাদের, ‘নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা’

১৮ খত্বী র ‘নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা। উনি জানেন যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে উনি কিছুই কাজ করেননি।’ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে নিয়ে এবার নাম না করে তীব্র কটাক্ষ রাজ্যের পূর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের। বৃহস্পতিবার রাতে হাওড়ার বালিটিকুরি গলির মুখ অঞ্চলে তত্ত্বাধী ভবনে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও সর্বধর্ম-সমন্বেয় গণবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। ওই গণবিবাহ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পূর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সেখানেই উদয়ন গুহকে তাঁর নিজের এলাকা না ছাড়ার নির্দেশ নিয়ে নিশীথ প্রামাণিকের করা সওয়াল প্রসঙ্গ ওই কটাক্ষ করেন ফিরহাদ। তিনি বলেন, উনি জানেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে তিনি কিছুই করেননি। তাই সাধারণ মানুষ তাঁর

কোনও ফল হবে না। মানুষ জানে ভুলমূলকে ভোট দিতে হবে। প্রত্যেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রয়েছেন। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে লোকসভা

নির্বাচন বাংলায় কতটা শান্তিপূর্ণভাবে হবে এর উত্তরে ফিরহাদ হাকিম জানান, কেন্দ্রীয় বাহিনীই আসুক আর



ইউ এন ফোর্সই আসুক তাতে কিছু যায় আসেনা। বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই ভোট দেবেন আর ভুলমূলকেই ভোট দরেন।

রেল ২০২৪ সালের গ্রীষ্মের মরসুমে অতিরিক্ত ট্রেনের রেকর্ড সংখ্যা পরিচালনা করছে

১৯ এপ্রিল : যাত্রীদের সুবিধা নিশ্চিত করতে এবং গ্রীষ্মকালে ভ্রমণের চাহিদার প্রত্যাশিত বৃদ্ধি পরিচালনা করতে, ভারতীয় রেল গ্রীষ্মের মরসুমে রেকর্ড-ব্রেকিং ৯১১১ ট্রিপ পরিচালনা করছে।এটি ২০২৩ সালের গ্রীষ্মের তুলনায় একটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি চিহ্নিত করে, যেখানে মোট ৬৬৬৯টি ভ্রমণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এটি ২৭৪২ ট্রিপ বৃদ্ধিতে অনুবাদ করে, যা কার্যকরভাবে যাত্রীদের চাহিদা মেটাতে ভারতীয় রেলওয়ের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে।

প্রধান রেল কট্টে নির্বিঘ্ন ভ্রমণ নিশ্চিত করে অতিরিক্ত ট্রেনগুলিকে সারা দেশে মূল গন্তব্যগুলিকে সংযুক্ত করার জন্য সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা করা হয়েছে। তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উজ্জয়িনী, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, ঝাড়খন্ডের মতো



জন্য প্রস্তুত হয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও দিল্লি।দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে বর্তমানে বিভিন্ন দিকের দিকে নিম্নোক্ত গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন চালাচ্ছে ১।০২৮৬১০২৮৪০ শালিমা-র মালতিপাততপুর (পূরী) – শালিমা-র স্পেশাল৩ ০৭২২৩০৭২২৪ সেকেন্দ্রাবাদ-সাতরাগাছি-সেকেন্দ্রাবাদ

সমাজে পিছিয়ে পড়া দুর্দশাগ্রস্থ সম্বলহীন পথ শিশু,অনাথ শিশু,অবহেলিতদের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ এপ্রিল : দা ইন্টারন্যাশনাল মিশন ফরসোশ্যাল এয়েলফেয়ার অ্যান্ড চ্যারিটির উদ্যোগে ২১ মার্চ ২০২৪ হরিয়ানা রাজ্যের অমৃত্সাত সেনীপাত জেলার অধীন পিপলী, জাখাউলী এবং খাথুরী গ্রামে ৪৪ তম বর্ষ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে পথশিশু, অনাথ শিশু এবং অবহেলিত শিশুদের বিদ্যালয় শিক্ষা, সৌহার্দ, আত্মস্থ, ও উৎসাহ বৃদ্ধিঅর্থিক সহায়তা, সামাজিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা, আন্তঃসাংস্কৃতিক এবং ক্রিয়া সুনিশ্চিতকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হয় ।এই কর্মশালায় মোট ৫৯৩ জন শিশুঅংশ নেয়। কর্মশালায় পথ



বিষয়ে পরিষেবা প্রদান করা হয় ।২২ মার্চ কেরালায় মোট ৪৯১ জন শিশু অংশ নেয়। ২৩ মার্চ ঝাড়খন্ডে

৬৭৪ জন অংশ নেয়। শিশুদের চিত্তশক্তি বৃদ্ধি করতে সুব্যবস্থা

জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত এক

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৯ এপ্রিল : লোকসভা ভোটের আগে পুলিশের ধরপাক। চলছে। আর জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত এক। পাঠানো হলো বারুইপুর মহকুমা আদালতে শুক্রবার। ভোটের আগে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালাছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে এস আই শান্তনু বিশ্বাস ও এ এস আই সুকুমার হালদার সহ পুলিশের বিশেষ টিমের নজরে আসে জয়নগর থানার বাগচি গোবিন্দপুর এলাকায় এক ব্যক্তির সদেহজনক গতিবিধি। আর তখনই তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশিতে তাঁর কাছ থেকে একটি ওয়ান সাটর

উদ্ধার হয়।আর তাঁর পরেই তাকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে।ধৃতের নাম সরিফুল সরদার,বা।জয়নগর থানার চোষা চন্দনেশ্বর পঞ্চায়েতের বাগচী গোবিন্দপুর গ্রামে।সে এই বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কার জন্য অপেক্ষা করছিলো।কে এই আগ্নেয়াস্ত্র নিতে আসছিল, কতদিন ধরে এই বেআইনি অস্ত্র নিয়ে কারবার করছিলো সে সব কিছু জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। ধৃতকে শুক্রবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ভোটের আগে পুলিশের ধরপাকা। এই ভাবেই চলবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল।



হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রের ভূগমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে শুক্রবার সকালে পিয়াস রোড এবং গার্ডিনা রোডে ডের টি ডোর প্রচারে গিয়েভোট প্রার্থনা করেন দলের হাওড়া জেলাার যুব সভাপতি কৌশল মিশ্র।

নিউবারাকপুরে পুরপ্রধানের প্রচার জনসংযোগ

নিউবারাকপুর, ১৯ এপ্রিল: শুক্রবার বিকেলে দমদম কেন্দ্রে ভূগমূল কংগ্রেস প্রার্থী অধ্যাপক সৌগত রায়ের সমর্থনে নববারাকপুর পুরসভার ৭নং ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি প্রচার জনসংযোগে সারলেন পুরপ্রধান প্রবীর সাহা ও ওয়ার্ডের পূর প্রতিনিধি জয়গোপাল ভট্টাচার্য, সুমন কুমার দে, মনোজ কুমার সরকার, মহিলা নেত্রী আতা মজুমদার সহ ওয়ার্ডের ভূগমূল কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে। মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখি বাস্তবায়িত প্রকল্প গুলির পরিষেবা সুবিধার কথা গুলি তুলে ধরে একটি পুস্তিকা ও রাজ্য বাজেটের লিফলেট বিলি করছেন। দু হাত করজোড়ে ভোট প্রার্থনা করছেন পুরপ্রধান ও পুর প্রতিনিধিরা। ওয়ার্ডের নাগরিকরা ঘর থেকে বেরিয়ে আশীর্বাদ করছেন। পুরপ্রধান প্রবীর সাহা জানান শীত গ্রীষ্ম ভরসা ভূগমূল কংগ্রেসই ভরসা। সারা বছর মানুষের পাশে দাড়িয়ে এলাকায় পরিষেবা থেকে উন্নয়ন করেছে। শহরের সার্বিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে চতুর্থ বারের জন্য ভূগমূল কংগ্রেস প্রার্থী অধ্যাপক সৌগত রায় কে পুনরায় নির্বাচিত করতে বাড়ি বাড়ি প্রচার করা হচ্ছে দলীয় কাউন্সিলর সহ মহিলা কর্মীদের সাথে নিয়ে। বেশ ভালো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন ওয়ার্ডে চলছে প্রচার ও জনসংযোগ কর্মসূচি।

হাওড়ার জগদীশপুরে দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন ঘিরে দুই গোষ্ঠীর বিরোধ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ এপ্রিল : হাওড়ার জগদীশপুরে দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন ঘিরে দুই গোষ্ঠীর বিরোধ প্রকাশ্যে, প্ল্যাকার্ড হাতে চলতো ধর্না। জিলুয়ার জগদীশপুরে বিজেপির দুই গোষ্ঠীর কোন্দল প্রকাশ্যে এলো। জানা গেছে, ভূগমূল থেকে দল বদলে বিজেপিতে আসা জনেক নেতার বারি নিচে বিধানসভার দলীয় কার্যালয় উদ্বোধনের পরই গন্ডগোলের সূত্রপাত। ওই কার্যালয় উদ্বোধন ঘিরে দুই গোষ্ঠীর বিরোধ সামনাসামনি এসে পড়ে। এরই প্রতিবাদে ধর্নায় বসে যান এলাকার ‘আদি’ নেতা সোমনাথ নন্দ্রর ও তাঁর অনুগামীরা। সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত ভোটে ওই এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপি প্রার্থীও হয়েছিলেন সোমনাথ। বৃহস্পতিবার ওই এলাকা থেকে প্রার্থী প্রচার করে চলে যাওয়ার পরেই সদলবলে ধর্নায় বসে পড়েন ‘বিস্কন্ধ’রা। সন্ত্রের খবর, বছর কয়েক আগে গোবিদ হাজরা ভূগমূল ছে।ে দল বদলে যোগ দেন বিজেপিতে। এদিকে, তাঁর বাড়ির নিচেই বিজেপির দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন হওয়ায় তা মেনে নিতে না পেরেই ধর্নায় বসে পড়েন বিজেপির ভূপার গোষ্ঠী। তবে, দলের এই গোষ্ঠীধ্ব গধ্ব নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে দল। ধর্না প্রসঙ্গে সোমনাথ নন্দ্রর বলেন, উনি (গোবিন্দ হাজরা) এই দলে যোগদান করার পর আমাদের উপর অকথ্য অভ্যচার চালাচ্ছেন। দলটাকে নিজের সম্পত্তি বলে মনে করছেন। ওঁর আচরণে আমরা তিতিবিরক্ত। আমরা ভালোমতে দল করছি। আমরা ওনার মতো স্বার্থপর, ধান্দাবাজ নই। বেআইনি সম্পত্তি খোলানোর জন্য এখানে বিধানসভার কার্যালয় করা হয়েছে। এই জমির বেশিরভাগ মালিক টাকা পাননি। দীর্ঘ ৫ মাস আগে দলীয় কার্যালয়ে আমাদের মারধর করা হয়েছে। এদিন ওনার কাজের প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন দলীয় কর্মীরা। সেই কারণে আমাদের উপর অত্যাচার চালানো হয়েছে। এরপর পুলিশ এসে দেড় ঘণ্টা আটকে রেখেছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত না উক্ত নেতৃত্ব কোনও সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এখানে অবস্থানে থাকব। ১৩ বছর ধরে আমরা দলে রয়েছি। আর ধাণ্দারাজেরা এসে দলের সর্বেসর্বা হয়েছে। ওনার নেতৃত্বে সূরত সরকার খুন হয়েছে। সূরত সরকারের খুনের ব্যাপারে প্রশাসনকে জানান হলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওনার নাম এফআইআর কপিতে লেখা হয়নি। এরপর উনি বিজেপিতে এসে সর্বেসর্বা হয়েছেন। এদিন প্রার্থী থাকাকালীন যখন বলতে গিয়েছি তখন আমাদের মারধর করেছে। পুলিশকে দিয়ে দে। ঘণ্টা থানায় আটকে রাখা হয়েছিল। এদিকে, তাঁর বিস্কন্ধ ওঁরা অভিযোগের উত্তরে বিজেপি নেতা গোবিন্দ হাজরা বলেন, অবান্ত্রিত কিছু ব্যক্তি আগে বিজেপি করত। তারা এখন দলের কেউ নই। নানা দুর্নীতির কাজে তারা যুক্ত। সেই কারণে দল এরের বহিস্কার করেছে। শাসক দল ভূগমূল এরব করাচ্ছে। এরজন্য বিজেপির কোনও ক্ষতি হবেনা। এই ব্যাপারে বিজেপি চিন্তিত নয়। এটা ভূগমুলের চক্রান্ত। এইসব আসলে নাটক। এরকম কোনও ব্যাপার ঘটেনি। দুটো ছেলেকে নিয়ে ভূগমূল এইসব করছে। তাদের দিলে অশান্তি পাকাবার চেষ্টা করছে। যখন শাসক দল সরাসরি কিছু করতে পারছে না তখন ওদের শিখন্তী খাড়া করে এমন কাজ করছে। ভূগমুলের এটা একটা চক্রান্ত।



শ্রী ব্রজ মোহন আগরওয়াল, মহাপরিচালক নিরাপত্তা, রেলওয়ে বোর্ড ১৯.০৪.২০২৪ তারিখে এসইআর সদর দফতরে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনিল কুমার মিশ্রের সাথে একটি উচ্চ স্তরের নিরাপত্তা পর্যালোচনা সভা করছেন।

হিন্দমোটর উত্তরপাড়া মাখলায় হঠাৎ কৃত্রিম বন্যা ঘরে জল ঢুকে যায়

দুরন্ত বার্তা,হুগলি, ১৯ এপ্রিল : হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা মানিকতলা এলাকায় শুক্রবার বিকাল থেকে কৃত্রিম বন্যা। সৃষ্টি হয় এলাকার মানুষ অসহ্য ছুটেছুটি করেন প্রথমে এলাকার ড্রেন ভর্তি হয়ে যায় জলে তারপর এলাকার বেশ কিছু বাসিন্দার বাড়িতে উঠানো জল ভরে যায়। অনেক বাড়ির মধ্যে জল ঢুকে যায় এই মানিকতলাতেই উত্তরপাড়া কোতরং জলপ্রকল্পের অধীনে থাকা। বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এলাকার মানুষ রাস্তার পাশে ড্রেন ভেসে যায় ছোটোছুটি শুরু হয়ে যায়। অনেকে পুরচেষারম্যনকে ফোন করতে থাকে পুরচেষারম্যান তাদের আশ্বস্ত করেন।কিন্তু ৭ টা নাগাদ জলের ফোর্স কিছুটা কমে। এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন আমাদের জল প্রকল্পের জন্য টেস্টিং চলছে কয়েক দিন ধরে যার ফলে হিন্দমোটর উত্তরপাড়া এলাকায় বেশ কিছু জায়গায় জলে ভরে যায় । পরিষ্কার করার কাজ চলছে জল কটাই নিতে পারবে পাইপের মধ্যে সেই সব টেস্টিং চলছে হয়তো ওখানে কোন ভালত লিকেজ হওয়ায় ফলে এই ঘটনা ঘটতে পারে বা ঘটছে আমরা চেষ্টা করছি দ্রুত সমস্যার সমাধান করা।

গ্রীন লাইনে পানীয় জলের সুবিধা



কলকাতা, ১৯ এপ্রিল: যেহেতু স্বল্পত গ্রীষ্ম শুরু হয়েছে এবং কলকাতা তাপপ্রবাহের সম্মুখীন হচ্ছে, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ তার প্রাদ্ধনে পানীয় জলের প্রাপ্যতা পর্যালোচনা করেছে এবং পানীয় জলের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত স্টেশনে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই অপ্রীতিকর আবহাওয়ায় মেট্রো যাত্রীদের বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। এই সামগ্রিক প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য হল স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের সহজে পানীয় জলের আক্সেস নিশ্চিত করা, প্রচণ্ড গরমে তাদের যাত্রাকে আরও আরামদায়ক করে তোলা। রেলপাথ মন্ত্রক সমস্ত যাত্রীদের একটি আরামদায়ক এবং সুবিধাজনক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২২টি বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা এখন সল্টলেক স্টেশন ৫ থেকে শিয়ালদহ এবং এসপ্ল্যান্ডে থেকে গ্রীন লাইনের হাওড়া ময়দান স্টেশন পর্যন্ত উপলব্ধ। এই মেশিনগুলির মাধ্যমে সরবরাহ করা জলের গুণমান উপযুক্ত ডিভাইসগুলির সাহায্যে ঘন ঘন পরীক্ষা করা হচ্ছে। পানির সুবিধাগুলিতে, রিভার্স অসমোসিস (আরও) প্রযুক্তি বা বিকল্প উচ্চতর প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। মহাব্যবস্থাপক শ্রী পি. উদয় কুমার রেজিডর দক্ষ নির্দেশনায়, মেট্রো রেলওয়ের সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি যাত্রীদের সন্তুষ্টি এবং কল্যাণের প্রতি তার প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেয়। পরিষ্কার, পানীয় জল এবং দক্ষ সুবিধার আক্সেস প্রদান করে, মেট্রো রেলওয়ে নিশ্চিত করে যে যাত্রীরা গ্রীষ্মে হাইড্রেটেড এবং আরামদায়ক থাকতে পারে।

জমি জমা দিয়ে মারপিটে চন্দনেশ্বর থেকে ধৃত এক

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৯ এপ্রিল : জয়নগর থানার চন্দনেশ্বর থেকে জমি জমা নিয়ে মারপিট ও গন্ডগোলের অভিযোগে ধৃত এক জনকে শুক্রবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে জয়নগর থানার পুলিশ। বুধবার জয়নগর থানার চোষা চন্দনেশ্বর পঞ্চায়েতের চন্দনেশ্বর গ্রামে জমির মাপচৌকি নিয়ে এক ব্যক্তির সাথে আরেক ব্যক্তির প্রথমে বচসা ও পরে মারপিটের ঘটনা ঘটে। আর তার পরে বৃহস্পতিবার জয়নগর থানায় অভিযোগা দায়েরের পরে তদন্তে নেমে চন্দনেশ্বর এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে ওই দিনই গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের নাম দীননাথ নন্দ্রর,বাড়ি জয়নগর থানার তিলপি গ্রামে। ধৃতকে শুক্রবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

বিরোধীরা নানান ভিত্তিহীন খবর প্রচার করেছে : রাজীব

আগরতলা, ১৯ এপ্রিল : পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের নির্বাচন এবং ৭ নম্বর রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে একটা উসাহ পরিলক্ষিত হয়েছে। ভোট দানে যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। আগরতলায় প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন, ভোটকর্মীদের ধন্যবাদ জানান সুদূরভাবে ভোটাগ্রহণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য। তিনি বলেন, রাজ্যের মানুষ প্রচলনশীলদের দেখানো পথকে অনুসরণ করে ভোট দানে অংশগ্রহণ করেছে। তিনি আরও বলেন, আজ সকাল থেকে বিরোধীরা নানান ভিত্তিহীন খবর প্রচার করেছে। নির্বাচনে তাদের পরাজয় সুনিশ্চিত, এটা তাঁরা ভালো করে বুঝে গেছে। মানুষ তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছেনা। নিজেদের পরাজয় নিশ্চিত ভেবে তারা মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তিকর খবর ছড়াচ্ছেন। ভিত্তিহীন এ সব খবরের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে বিজেপির পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগা দায়ের করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন দলের প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

শিবজি-র ডুমরু- ত্রিশূল ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক, ত্রিশূল দেখে তৃণমূল ভয় পেয়ে যায় মন্তব্য দিলীপের

দূরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১৯ এপ্রিল : শিবজি-র ডুমরু আর ত্রিশূল ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক। ত্রিশূল থেকে তৃণমূল ভয় পেয়ে যায় এটা ওদের সমস্যা, আমাদের কোন সমস্যা নেই। মন্দির দর্শন করে নন্দীর কানে কানে বললাম শান্তি দাও সমৃদ্ধি দাও বিজয় দাও, শুক্রবার এমনিই সব উজি ব্যক্ত করেন ঈশানেশ্বর মন্দিরে পূজো দিয়ে বর্ধমান- দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। ঈশানেশ্বর মন্দির দর্শন করে মেডিকেল কলেজ ময়দানে প্রাতঃভ্রমণ সেরে চা চর্চে অংশগ্রহণ করেন তিনি। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন প্রাক্তন সাংসদ সুনীল মন্তল আমার পুরনো বন্ধু। আমার জন্মদিন ছিল আমি গিয়েছিলাম কেক কাটা হয় সেখানে। সুনীলদা কেক খাওয়ায় আমাকে আমার জন্মদিন বলে। সুনীলদা কে কি বিজেপিতে আসতে বললেন? সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে দিলীপ ঘোষ বলেন, আমি না অনুরোধ করতে আমাদের দলে এসেছিল। এখন দেখা যাক কি করে, কোথায় যায়। আমার সাথে অনেকদিন আগেই কথা হয়েছিল, সুনীলদা বলেছিল বর্ধমান এলে আসবো। আগে সময় হয়ে ওঠেনি তাই যাওয়া হয়নি, সময় পেতেই তারা বাড়ি থেকে ঘুরে এলাম। বিজেপির পতাকা ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলে দিলীপ ঘোষ বলেন, হিটলর চোরেরা দেওয়াল মুছে দিচ্ছে, বিজেপির পতাকা খুলে দিচ্ছে, এইসব করে কি ভোট হয়! যাঁরা লড়তে পারে না তারা এই সমস্ত অনায়াজ কাজগুলি করে থাকে। এইভাবে বেশি দিন চলবে না, দেখছি পুলিশ কি করে, বাকিটা আমরাই করব। এর আগে অনেক গভগোল হয়েছে এবার সব পাশ্টটাবে। দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, এবারে পশ্চিমবাংলায়



মাথাভাঙায় বিডিও অফিসের গেটে তালা লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ

দূরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৯ এপ্রিল : সকাল থেকে উত্তপ্ত কোচবিহারের মাথাভাঙা। দুটো সমস্যার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। একদিকে যেমন ভোটারদের আটকে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। কিউআরটি ঘটনাস্থলে সময়মত যায়নি বলেও অভিযোগ ওঠে। মাথাভাঙায় শিকারপুর বিডিও অফিসে ভোট করতে আসা ভোটকর্মীদের আটকে রাখার অভিযোগ ওঠে। বিডিও অফিসের কোলাপসিবল গেটে তালা লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সরকারি কর্মীদের আটকে রাখার অভিযোগ নজিরবিহীন। সরকারি কর্মীদের বক্তব্য, তাদের সঙ্গে রীতিমতো গরু ছাগলের মতো আচরণ করা হয়েছে। তাদের অভিযোগ, আমরা একটা ঘরে ছিলাম। সেই ঘরেই তালা। বলছে বাথরুমে যাও, ঘরে ঢোকে, আর লাল চা দিয়েছে। আর এক কর্মী বলেন, ভোর চারটার মধ্যে তৈরি হয়ে যাই। এখানে যাঁরা আমাদের আটকেছে, তাঁরাও সরকারি কর্মী। তবে আমি বিডিও, কোনও অফিসারকে দেখে দেব না। এক গ্রুপ ডি স্টাফ রাতে লাম মেরে বলে বিয়ে বাড়িতে ভাত খেতে এসেছে। লামি মেয়ে তুলেছে আমাদের। আর এক ভোটকর্মী বলেন, রাতে আমরা যখন আসি, এক ভরলোক মনুপ অবস্থায় এসে গালিগালাজ করতে থাকেন। যদিও বিডিও বলেন, ভোটকর্মীদের এসি ঘরে রাখা হয়েছে, কোথাও কোনও তালা মারা হয়নি।

উৎসবের আমেজে সুবিশাল রোড-শো এর মাধ্যমে মনোনয়ন জমা মন্থরা মৈত্রের

দূরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৯ এপ্রিল : শুক্রবার নদীয়ার প্রায় সকল শহরের তাপমাত্রা ছিলো যথেষ্ট বেশি। আর এই তাপমাত্রাকেও ছাপিয়ে চলছে



রাজনৈতিক উত্তাপও। নদীয়া জেলার দুই আসন, কৃষ্ণ নগর ও রানাহাটা। আর এই দুই আসনেই সব রাজনৈতিক দলই জরী হবার লড়াইয়ে বাঁপিয়ে পড়ছে। আর শুক্রবার কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থীর মনোনয়ন জমাকে কেন্দ্র করে গোটা শহর ছিলো কার্ণভ এক উৎসবের আমেজে। শুক্রবার নদীয়ার কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড় থেকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সজ্জা করে এক সুবিশাল র্যালির আয়োজন করাহা, মন্থরা মৈত্রের মনোনয়ন জমা উপলক্ষ্যে। আর এই শোভাযাত্রা কৃষ্ণনগর প্রশাসনিক দপ্তর কাছে এসে শেষ হয়। প্রশাসনিক দপ্তরে এসে মন্থরা মৈত্র নদীয়া জেলার জেলাপাশাক ডা.এস অরুণপ্রসাদের হাতে তুলে দেয় তার মনোনয়নপত্র। এদিনের সামগ্রিক কর্মসূচিতে তার সাথে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, নদীয়া জেলা পরিষদের সভাপতিত তারানুর্ম সুলতানা মীর, বিধায়ক রুকবানুর রহমান, বিধায়ক কল্লোল খাঁ সহ অনেকে।

দিঘায় বিরল প্রজাতির নীল ডলফিন, দেখতে পর্যটকদের ভিড়

দূরন্ত বার্তা, দিঘা, ১৯ এপ্রিল : এবার দিঘার সমুদ্রতটে গভীর সমুদ্রের বিরল প্রজাতির ডলফিন উদ্ধার। যথারীতি সেটিকে দেখতে ভিড় জমিয়েছেন পর্যটকরা। তবে, ডলফিনটিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। বনকর্মীরা গভীর সমুদ্রের বিরল প্রজাতির ওই ডলফিনটিকে উদ্ধার করেছেন। প্রতাসমুদ্রের খবর বলছে, এ যাবৎ যতগুলি ডলফিন উদ্ধার হয়েছে, মৃত অথবা জীবিত, তার মধ্যে এই প্রজাতির ডলফিন কখনও পাওয়া যায়নি! একঝারে গভীর সমুদ্রের নীল জলে বসবাস করে এরা। আশ্চর্য ভাবে এদের গায়ের রংও নীল! এরা লম্বায় সাড়ে পাঁচ ফুট, এদের ওজন প্রায় ৯৫ কেজির মতো! বিশেষজ্ঞেরা বিরল প্রজাতির এই ডলফিনটিকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো বলা চলে। দিঘার সমুদ্রসৈকতেই শুধু নয়, নিউ দিঘা থেকে হলদিয়া পর্যন্ত ৭৮ কিলোমিটার উপকূলে ইদানীং যত্রতত্র হাশোশই মৃত বা অর্ধ মৃত ডলফিন উঠছে। এবং তা বিপত দু’বছর ধরে একটু বেশিই দেখা যাচ্ছে। কেন এই ভাবে মারা যাচ্ছে ডলফিন? কোনও ভবিষ্যজনিত রোগব্যাপী, নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে? এসব নিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোে বিশেষজ্ঞরা। বিশেষজ্ঞ দেবপ্রিয় ভিঙ্গাল বলেন, এই ধরনের বিরল প্রজাতির ডলফিন খুব কম দেখা যায়, বিশেষ করে দিঘার সৈকতে এর আগে কখনও এই প্রজাতির ডলফিন দেখা যায়নি। কী ভাবে এই ধরনের বিরল প্রজাতির ডলফিন ঘন ঘন মারা যাচ্ছে, সেটা দেখার জন্য পরীক্ষা- নিরীক্ষা চলছে।

ভোট দিলেই মিলছে গরম লুচি, থাকছে লাঞ্চও! ভোটে চড়ুইভাতির আমেজ

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ এপ্রিল : এদিন লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট জলপাইগুড়িতে। সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শুরু করে গ্রাম এবং চা-বলয়ের বুধের সামনে লম্বা লাইন সাধারণ মানুষের। যথারীতি সকাল ৭টা থেকেই শুরু হয়েছে ভোট গ্রহণ পদ্ধতি। এ পর্যন্ত স্বাভাবিক ছবি। তবে এরপরই এখানে রয়েছে এক চমকপ্রদ সংযোজন। এখানে ভোট দিলেই থাকছে ভোলামন্দ আহারের ব্যবস্থা। জলপাইগুড়ির পাছানুপর গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৭ /২০৮/ ২০৯ নম্বর বুথের ভোটারদের আহ্বারের সুবদেপ্ত কর়া হয়েছে তৃণমূল সদস্যদের তরফে। জনগণে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেনো, গণতন্ত্রের অধিকার প্রয়োগ করবেন তাঁরা। আর এটা করাতে গিয়ে তাদের যাতে কোনও অসুবিধা না- হয় সেজন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে দাবি স্থানীয় তৃণমূল সদস্যরা। সকালের জলখাবার হিসেবে থাকছে গরম-গরম লুচি, কাবলিচানা, সঙ্গে পনির দিয়ে সুস্বাদু তরকারি এবং মিষ্টি। ব্যবস্থা রয়েছে লাঞ্চেও। দুপুরের খাবারে থাকছে সাদা ভাত, ডাল, ডিমের কড়ি, শেষ পাতে চাটনি। এক কথায় বলতে পারা যায়, জলপাইগুড়িতে এদিন ভোট- উৎসবের সঙ্গে জুড়ে গেছে ব্রলাদপ্তর পিকনিকের আমেজ।

ভোট শান্তিপূর্ণ হবে, যেমন রামনবমীর মিছিল শান্তিপূর্ণ হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যাস ঝগড়া করে গভগোল করে ভোট করা। মানুষ কিন্তু সব বুঝে গেছে। এবার ব্যালটেই জবাব দেবে জনতা। শুক্রবার প্রথম ভ্রমণে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে দিলীপ ঘোষ বলেন, কেস না থেলে নেতা

হবেন কিভাবে? জেলে গেলেই তো নেতা হবেন, না তো আমরা মালা পড়ানো কাকো। অগ্নিমিত্রা পলকে দেখে শিখুন। সারা জীবন কি পুলিশের চমকানি শুনবেন নাকি। দিলীপ ঘোষ বলেন, অনেকে রোদে হাঁটতে পারছেন না তারা ভাবছেন বসে বসে জিতব। আমরা মাঠে আছি সাধারণ মানুষের সাথেই আছি। দিলীপ ঘোষের বক্তব্যের পাশ্া প্রতিক্রিয়া দিতে ছাড়েনি তৃণমূল কংগ্রেস। খণ্ডযোষ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহম্মদ অপার্থিব ইসলাম দিলীপ ঘোষের বক্তব্যের পাশ্া প্রতিক্রিয়া দেন শুক্রবার। অপার্থিব ইসলাম বলেন, পাগলের প্রলাপ বকছে পাগলারা। আমরা জানি নাম হয় দুটো। একটা সুখ্যাতি করে বিখ্যাত নাম আর একটা কুখ্যাত করে কুখ্যাত নাম। দুটো নামই কিন্তু সমান ভাবে এগিয়ে যায়। যার নামে আমাকে বলতে বলা হচ্ছে উনি অতীতে বিভিন্নভাবে ভুল বকেছেন। কোথাও তিনি বলেছেন

গরুর দুধে সোনা পাওয়া যায়, কোথাও বলেছেন হাঁসে অগ্নিযেন দেয় আবার কখনো কোথাও বলেছেন রামকৃষ্ণ অশিক্ষিত, কাজেই ওনার কথায় আমরা কোনো গুরুত্ব দিতে রাজি নই। বিভিন্নভাবে এখন সব প্রলাপ আওরোছেন মরা মানুষও জেগে ওঠার মতো অবস্থা। শিক্ষিত সমাজের শিক্ষিত মানুষদের ভুলভাল বুঝিয়ে লাভ নেই, ওনার কথার কোন মর্যাদাই আমরা দিতে ইচ্ছুক নই।

মনে ক্ষোভ নিয়েই ভোট দিলেন বন্ধু সোনালি চা-বাগানের শ্রমিকেরা

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ এপ্রিল : গত ছ’সাত মাস যাবত বন্ধ মাল ব্লকের বাগরাকেট গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনালি চা-বাগান। যার ফলে এই চা- বাগানের শ্রমিকেরা খুব কষ্টে দিনমাপন করছেন। বাগান খোলার দাবিতে বিভিন্ন জায়গায় জনিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে শ্রমিকদের দাবি। ইতিমধ্যে ব্রহ্ম শ্রমিক কাজের সন্ধানে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। এদিন, শুক্রবার লোকসভা ভোটের প্রথম দফা। সোনালি প্রধার্মি স্থলে সকাল থেকেই চলছে ভোটদান-পর্ব। এদিন সোনালি চা-বাগানের এই স্থলে গিয়ে দেখা গেল ভোটারদের লম্বা লাইন। তখন, মনে দুঃখ নিয়েই ভোট দিচ্ছেন শ্রমিকেরা।

শ্রমিকদের দাবি, গত ছয়-সাত মাস যাবত বন্ধ এই চা-বাগানে খুব কষ্টেস্টেই আছেন তাঁরা। ছেলেমেয়েদের টিকটাক খাওয়া-দাওয়া করতে পারছেন না, পড়াশোনা করতে পারছেন না। তার পরেও তাঁদের ভোট দিতে আসা। তাদের আশা, অন্তত ভোট দিলে যদি বাগান খুলে যায়। এদিন সোনালি চা-বাগানের এই স্থলে মহিলা-পুরুষ সবাই ভোট দিতে এসেছেন। তবে সবারই চোখে-মুখে বিষন্নতার ছাপ। সকলের একটিই দাবি, ভোট পর্ব মিটে গেলে যদি চা-বাগানটি খুলে যায়, যদি সেই ব্যবস্থা করে রাজ্য সরকার, সেটুকুই আশা তাদের। ইতিমধ্যেই বেহাল এখানকার যাতায়াতের রাস্তাও এতেও বেশ সমস্যায় পড়ছেন চা-শ্রমিকেরা। লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল



ধরতে গিয়ে হিলারিয়াস বলেছিলেন, টানা কয়েকমাস বৃষ্টি এবং সেচের অভাবে ২১৭ হেক্টরের প্ল্যান্টেশন এরিয়ার ৪.৫ এবং ১৪ নম্বর সেকশনের চা-গাছ পুরোপুরি ঝলসে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বলসানো গাছে চা-পাতা পাওয়া যাবে না। বাগানের দায়িত্বভার নিতে নতুন করে যে এক দু্জন এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরাও বাগানের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে পিছিয়ে গিয়েছেন। কেউ কেউ আবার বর্তমানের স্বাী শ্রমিকসংখ্যা ৩৫৮ জন থেকে কমিয়ে অর্ধেক করার প্রস্তাব রেখেছেন। উদ্ধৃত পরিস্থিতিতে ঐধর্যের বাঁধ ভেঙেছে শ্রমিকদের। ভোটার আগে অবিলম্বে বাগানটি পুনরায় চালু করার উদ্যোগ না নেওয়া হলে বাগরাকেট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এই চা-বাগানের দুটি বুথের ১৫০০ ভোটাররা একত্রিত ভাবে ভোট বয়কটের মতো সিদ্ধান্ত নিতেও যে বিচ্ছিন্ন হবেন না তা বুঝিয়ে দিয়েছেন হিলারিয়াস টিগ্া থেকে শুরু করে সোনালির চা-শ্রমিকরা। তবে দেখা যাচ্ছে, সেই ভাবনা থেকে তাঁরা সরে এসেছেন।

পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু, দেহ ফিরল গ্রামে

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ এপ্রিল : পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু মালদার মানিকচক ব্লকের এনায়েতপুর অঞ্চলের শেখপুরায়। নিখর মৃতদেহ গ্রামে ফিরলো শুক্রবার সাত সকালে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে ওজরারের কাজ করতে গিয়েছিল। কাজ থেকে বাসায় ফেরার পথে গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে পথ দূর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে পরিযায়ী শ্রমিকের। শুক্রবার সকালে নিখর মৃতদেহ গ্রামে পৌছায়। মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম শেখ মুজিবর (৬২)। মুজিবাবের পরিবারে রইল বিধবা স্ত্রী অলেশা বিবি, দুই নাবালক সন্তান। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী মৃত্যুতে পরিবারে নেমেছে শোকের ছায়া। অথৈই জলে গোটা পরিবার। পরিবারসহ স্থানীয়রা সরকারি সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।

নাকা চেকিং, বিপুল মদ উদ্ধার

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ এপ্রিল : আগামী ৭ মে মালদায় ভোট। তার আগে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে শুরু হয়েছে নাকা চেকিং। নাকা চেকিংয়ের সময়ে লুকেচুরি কার্ডির পুলিশ বিপুল পরিমাণে মদ উদ্ধার করল। শুক্রবার সকাল ১১টা নাগাদ ইংরেজবাজার থানার লুকেচুরি কার্ডির ইনচার্জ ছোটন প্রসাদের নেতৃত্বে নাকা চেকিং অভিযান চালানো হয়। ঠিক সেই সময় মহদীপুর থেকে একটি টোটোতে করে বিপুল পরিমাণে মদ নিয়ে আসা হাছিল মালদার দিকে। লুকেচুরি এলাকায় টোটো আটকে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় প্রায় ২০০ বোতল দেশি ও বিদেশি মদ। ঘটনায় থ্রেফতার করা হয় উজ্জ্বল ঘোষ নামে ওই টোটো চালককে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

কন্ট্রোল রুম বসে আলোকপাত করছেন মেয়র



দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ এপ্রিল : কন্ট্রোল রুমে বসে জলপাইগুড়ির রক্ত জমের ব্যাপারে ১০০ নিশ্চয়তা নিয়ে তিন জেলার ভোট প্রক্রিয়া আলোকপাত করছেন গৌতম দেব। পশ্চিমবঙ্গের তিন জেলার ভোট পদ্ধতি খুঁটিয়ে দেখতে ২৬ নম্বর ওর্গাণ্ডের কউসিলর লক্ষী পালের বাড়িতে এক বিশেষ কন্ট্রোল রুম খুলেছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। সেখান থেকে বসে তিনি জেলার সব খুঁটিনাটি বিষয় ক্ষতিয়ে দেখছেন তিনি। এরই মাঝে গৌতমবাবু জানান জলপাইগুড়ি জেলার আসন্নটি জরি নিয়ে নিশ্চিত তাঁরা। এছাড়াও বাকি দুই জেলার ভোটারদের সুবিধা- অসুবিধা তাঁরা দেখছেন। তিনি কন্ট্রোল রুম প্রসঙ্গে জানান যেহেতু তিনি দায়িত্ব লোকসভার ভোটার তই জলপাইগুড়ি জেলার পরিবর্তে এখানে বসে সব কিছু দৃষ্টিপাত করবেন সারা দিন।

প্রসূন ব্যানার্জির সমর্থনে ভোট প্রচারে মমতা বাল্লা ঠাকুর



দূরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ এপ্রিল : উত্তর মালদার তৃণমূল প্রার্থী প্রসুন ব্যানার্জির সমর্থনে ভোট প্রচার এলেন অল ইন্ডিয়া মত্য়্যা হাসংংয়ের রাংগাধিপতি তথা তৃণ্মূলের সাংসদভার সাংসদ মমতা বাল্লা ঠাকুর পায়ে দৌটেই প্রচারে ঝড় তোলা করেছেন তিনি হবিবপুর ব্লকের বৈদ্যপুত্রের নিম্নে এলাকায় দলীয় প্রার্থীদের নিয়ে সমর্থনে পথভাড়া করেন। এরপর হবিবপুর এলাকায় উত্তর মালদার তৃণমূল প্রার্থী প্রসুন ব্যানার্জি কে সাথে নিয়ে অল ইন্ডিয়া মত্য়্যা মহাসংস্থের সম্মিখপতি তথা তৃণমূলের রাজসভার সাংসদ মমতা বাল্লা ঠাকুর পায়ে দৌটেই প্রচারে ঝড় তোলা করেছেন তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সমর মুখার্জির সহ তৃণমূলের কর্মীরা।

দেবের গ্রামে দাঁড়িয়ে হুমকি হিরণের

দূরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর , ১৯ এপ্রিল : কেশপুরের মহিষদা গ্রামে প্রবেশ করেছে ওই গ্রামেরই স্থানীয় বিশালাক্ষী মন্দিরে পূজো দিয়ে গ্রামের প্রচার শুরু করেন স্থানীয় কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করেন পাশাপাশি নানারকমের প্রতিশ্রুতিও দেয় ও মহিলাদের সাথে কথা বলতে বলতে হিরণময় চট্টোপাধ্যায় বলেন বিজেপি ক্ষমতায় এলে ৬০০০ টাকা করে লক্ষ্মীর ভান্ডার দেওয়া হবে। খড়গপুরে কত মাফিয়াদেরকে ঠান্ডা করে দিয়েছি, কেশপুর ভাড়া কোথায় কি! ঘাটালের বিদ্যায় সাংসদ তথা অভিনেতা দেবের গ্রামে দাঁড়িয়ে হুমকি ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী হিরণের, স্থানীয় এই কেশপুর বিধানসভা এলাকায় মহিলাদের জন্য মহিলা কলেজ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় স্থানীয় গ্রামের রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে যাবতীয়

উন্নয়নমূলক কাজ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন পাশাপাশি কর্মী সমর্থকদের কাছে তাদের কথা শুনে আশ্রুত করেন গ্রামের মানুষরা তাদের তহংকর দিনের কথা শোনান ভোট দিতে না পারার কথাও বলেন, তিনি সেসব মানুষদের আশ্রুত করেন যে আমি আপনাদের পাশে আছি থাকবো কি করে তৃণমূল ভোট দান থেকে আপনাদের বিরত করে। আমি নিজে বুক চিতিয়ে লড়াই করব। আজো তিনি কেশপুরের ভূমিপুত্র তৃণমূলের ঘাটালের বিদ্যায় সাংসদ। দীপক অধিকারী দেবের বিরুদ্ধে এনামুল হকের থেকে টাকা নিয়ে বড় প্রভিউসার হয়েছেন এই ধরনের পাশাপাশি বলেন সাংসদ ২০১৪ এর উপর দিকে উঠে গেল আর গ্রামের মানুষ মাটিতে মিশে গেল।

Tender ID No(s):	2024_PHEd_688424_1 to _15, 2024_PHEd_688430_1 to _15 and 2024_PHEd_688436_1 to _11
e-tender is invited for e-NIT	NO: 06, 07 & 08 of EE/ BOL.M.D of 2024-25 for Sink-ing of RBTW and other allied works at different block in Birbhum district for accommo-dation of CAPF icw LSGE
2024. The details can be obtained from the web site	http://wbttenders.gov.in and divisional notice board.
BID sub end date and time (Online)	: 30.04.2024 at 12.00 Noon
Sd/- E- E /BOL.M.D./PHED	

NOTICE INVITING QUOTATION
Bearing No-62.65.69.70.71.73 & 75 of 2023-24 2nd Call
Sealed Quotation are invited by the Executive Engineer, Bardhaman Electrical Division, PWD, Purta Bhavan (1st floor), P.O.- Sadarghat, Burdwan from Bonafied Licensed Contractor's having necessary credentials for doing similar nature of works in Govt.organizations....Temp. EI Work for CAPF Accommodation: 1. Jamalpur Police Station(24 nos.) in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024(T/No.62)2nd Call. 2. Madhabdhi Police Station(10 nos.) in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024(T/No.65)2nd Call. 3. Bhatar Police Station(27 nos.) in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024(T/No.69)2nd Call. 4. Ausgram Police Station(25 nos.) in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024(T/No.70)2nd Call. 5. Memari Police Station(43 nos.) in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024(T/No.71)2nd Call. 6. Ketugram Police Station(26 nos.) in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024(T/ No.73)2nd Call. 7. Galsi Police Station(15 nos.) in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024(T/No.75)2nd Call. Last date of issue of Tender Papers is up to- 2 P.M on 25.04.2024 . L/D of tender dropping 27.04.2024 (up to 2 P.M.) & all tenders received will be opened shortly thereafter.
Sd/-Executive Engineer, P.W.D. Bardhaman Electrical Division

NOTICE INVITING QUOTATION
Bearing No-74 & 72 of 2023-24/2nd Call
Sealed Quotation are invited by the Executive Engineer, Bardhaman Electrical Division, PWD, Purta Bhavan (1st floor), P.O.- Sadarghat, Burdwan from Bonafied Licensed Contractor's having necessary credentiaals for doing similar nature of works in Govt.organizations....Temp. EI Work for CAPF Accommodation: 1. Kalna Police Station(28 nos.) in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024(T/No.74)2nd Call. 2. Mongalkote Police Station(15 nos.) in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024(T/No.72)2nd Call. Last date of issue of Tender Papers is up to- 2 P.M on 25.04.2024 . L/D of tender dropping 27.04.2024 (up to 2 P.M.) & all tenders received will be opened shortly thereafter.
Sd/-Executive Engineer, P.W.D. Bardhaman Electrical Division

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION & TENDER
ABRIDGED NIT
The Executive Engineer (Electrical), Lighting (Crm.), KMC invites percentage rate tender online in two bid system for following work :-
NIT NO. : KMC/LTG/CRM/SBG/22/2023-24 (1st Call)
Name of the work/ Urgent dismantling of damaged and unserviceable 20 Meters high MS self supporting Chimney and allied work at Shanagar Burning Ghat. Estimated Amount : Rs.1,96,479.00. Earnest Money : Rs.4,000.00. Period of Contract : 8 Days. Last Date and time of submission of Bid : 03.05.2024 at 2 p.m. The bid form and other details are available on and from : 24.04.2024 at 2.00 p.m. from the website https://wbttenders.gov.in
03 / 24 - 25

দক্ষিণ পূর্ব বেলগুণ্ডে টেন্ডার
ই-টেন্ডার বিবরণ নং : ই-টেন্ডার/২০২৪/৩৫, তারিখ ১৮.০৪.২০২৪। ডিসিনাল সেলগুণ্ডে ম্যানেজার (হট্ট), দক্ষিণ পূর্ব বেলগুণ্ডে, খাগপুর-৭২১৩০১ ভাঙ্গের রাষ্ট্রপতি অরেনে রাসনিকিত করবেন জন্য আইটেমের ফেরে উল্লিখিত তারিখে পুষ্প ওডির পুটে ই-টেন্ডার আদান করবেন এবং টেন্ডারটি পুরো ৩০ দিনটি খোলা হবে। ক্র. নং. টেন্ডার নং, কার্যের বিবরণ : (১) ই-কেম্পি-একটিক-১০-২০২৪, এইটিক-সোথ/২-১০২৪, পি.ও.এ/এইচআইজ ও টিমএকড-ডিজিএইচএ : ১০টি এলদি নম্বর : পিএইচ-২৩, পিএইচ-২৬, পিএইচ-১৬, পিএইচ-১৯, পিএইচ-১০, পিএইচ-৪৬ (পিকেইউ-এইচএলএজ শাখা) এবং ৪২, ৩৬, ২২ ৪ (টিমএকড-ডিজিএইচ শাখা) এবং একপাট্টা/হানারইজড সামগ্রী দ্বারা রাস্তার সারফেসের উন্নয়ন। (২) ই-কেম্পি-ইস্ট-১৫-২০২৪, হাডাড-খাগপুরে কাজ সম্পাদন : সিনিয়র ডিউএন/ইস্ট/কেম্পি-র অধিকারকর্তের অধীনে বিভিন্ন এলসি-তে (২০টি) রাসবাইজড সারফেস দ্বারা রাস্তার সারফেসের উন্নয়ন। (৩) ই-কেম্পি-ইস্ট-১৬-২০২৪, সিনিয়র ডিউএন/কেম্পি-র অধিকারকর্তের অধীনে মৌরায়ান, নলপুর ও বাড়িয়াল অধিকার প্রবেশ প্রতিস্থাপন করতে সীমানা প্রাচীর (মোট ১৫০০ মি) নির্মাণ কাজ সম্পাদন। (৪) ই-কেম্পি-ইস্ট-১৭-২০২৪, সিনিয়র ডিউএন/ইস্ট/কেম্পি-র অধিকারকর্তের অধীনে পল্লভপুর, সান্ডারগাতি, টিকিগাতিয়া, রাসারগাতিয়া, আখতা ও বরগাতিয়া অধিকার প্রবেশ প্রতিস্থাপন করতে সীমানা প্রাচীর (মোট ৩০ ফিট) নির্মাণ কাজ সম্পাদন। (৫) ই-কেম্পি-সাইট-০৭-২০২৪, সিনিয়র ডিউএন/সাইট/কেম্পি-র অধিকারকর্তের অধীনে খাগপুর ডিসিনাল ট্রান্স নরীকায় ও রফক্যাম্পল কাজের সাথে যুক্ত আরভিএসপ কর্তৃক অনুমোচিত ৬০ কেজি/৯০ ইউটিএস রেলের অ্যান্ডলিনো ধারিক বেলসিৎ অংশ (১৫০০টি জয়েন্ট), ২৬ কেজি/৯০ ব্রহাই-আর৫৫০ এইটিক ডেইল (১২০০টি) ও ৫২ কেজি/৯০ ইউটিএস রেল (২০০০টি) এবং আইআর স্পেলসিফিকেশন অনুযায়ী দিলদা শ্রী কর্ণিল সহ বেলসিৎ ইন-সিটু ওংগাদান ও সরবরাহ। (৯) ই-কেম্পি-সাইট-১০-২০২৪, এইটিক-সোথ/কেম্পি-র অধিকারকর্তের অধীনে একএইচ (পি.ও.র)/এইচআইজ ও এসএসই (পি.ও.র)/ডিসিনাল শাখায় ৩০.০১.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বিবি পি.ও.র (জোনাল) ট্রাকের কাজ। (১০) ই-কেম্পি-সাইট-১১-২০২৪, এইটিক-সোথ/কেম্পি-র অধিকারকর্তের অধীনে একএইচ (পি.ও.র)/জৈহারশাখায় ৩০.০১.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বিবি পি.ও.র (জোনাল) ট্রাকের কাজ। (১১) ই-কেম্পি-সাইট-১২-২০২৪, এইটিক-বিহলএকড/বিহলএকড-এর অধিকারকর্তের অধীনে একএইচ (পি.ও.র)/আরপিএল শাখায় ৩০.০১.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বিবি পি.ও.র (জোনাল) ট্রাকের কাজ। (১২) ই-কেম্পি-সাইট-১৩-২০২৪, বিহলএকড এর অধিকারকর্তের অধীনে একএইচ (পি.ও.র)/বিহলএকড শাখায় ৩০.০১.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বিবি পি.ও.র (জোনাল) ট্রাকের কাজ। টেন্ডার নম্বর : ৩৭,৫৭,২৫০৮৮ টাল (কেন্দ্র ১-৪২৪ জনা), ১৩৫,৪১৭,০৭১১৪ টাল (কেন্দ্র ২-৪২৪ জনা), ১১৬,৬৮৬,৬২৪,৭২ টাল (কেন্দ্র ৩-৪২৪ জনা), ২২৩,২২৩,২৬৩,৮০ টাল (কেন্দ্র ৪-৪২৪ জনা), ১০৪,৩০৬,৪২৪,৭২ টাল (কেন্দ্র ৫-৪২৪ জনা), ২১৩,২১৩,৩৭৯,৬০ টাল (কেন্দ্র ৭-৪২৪ জনা), ১০৪,৩০৬,৪২৪,৭২ টাল (কেন্দ্র ৮-৪২৪ জনা), ৩৬৬,২৩৬,৪৩০,৭০ টাল (কেন্দ্র ৯-৪২৪ জনা), ৩৮১,১১৬,৪৬৫,৫৫ টাল (কেন্দ্র ১০-৪২৪ জনা), ৪০০,৪৮৭,৩৬৬,৫৭ টাল (কেন্দ্র ১১-৪২৪ জনা) ও ৮,০০১,৭৭৫,১৪ টাল (কেন্দ্র ১২-৪২৪ জনা)। ব্যানালম্বা : ৭৫,৩০০ টাল (কেন্দ্র ১-৪২৪ জনা), ২১,৪,৪০০ টাল (কেন্দ্র ২-৪২৪ জনা), ১,৮৫,৪০০ টাল (কেন্দ্র ৩-৪২৪ জনা), ২৬৬,২০০ টাল (কেন্দ্র ৪-৪২৪ জনা), ৩৮১,৫০০ টাল (কেন্দ্র ৫-৪২৪ জনা), ২৬৬,৪০০ টাল (কেন্দ্র ৬-৪২৪ জনা), ২৮৭,০০০ টাল (কেন্দ্র ৭-৪২৪ জনা), ২০২,২০০ টাল (কেন্দ্র ৮-৪২৪ জনা), ১,৬৬,১০০ টাল (কেন্দ্র ৯-৪২৪ জনা), ৩০৬,১০০ টাল (কেন্দ্র ১০-৪২৪ জনা), ৩৫০,৫০০ টাল (কেন্দ্র ১১-৪২৪ জনা) ও ৫,৫০,০০০ টাল (কেন্দ্র ১২-৪২৪ জনা)। টেন্ডার নথিপ্রস্তুতকৃত মুদ্রা : নদা প্রাচীর টাল। পোশারি তারিখ : ০৯.০৫.২০২৪ (কেন্দ্র ১ ও ২-৪২৪ জনা), ১০.০৫.২০২৪ (কেন্দ্র ৩-৪২৪ জনা), ১১.০৫.২০২৪ (কেন্দ্র ৪-৪২৪ জনা), ১২.০৫.২০২৪ (কেন্দ্র ৫-৪২৪ জনা), ১৩.০৫.২০২৪ (কেন্দ্র ৬-৪২৪ জনা), ১৪.০৫.২০২৪ (কেন্দ্র ৭-৪২৪ জনা), ১৫.০৫.২০২৪ (কেন্দ্র ৮-৪২৪ জনা), ১৬.০৫.২০২৪ (কেন্দ্র ৯-৪২৪ জনা), ১৭.০৫.২০২৪ (কেন্দ্র ১০-৪২৪ জনা), ১৮.০৫.২০২৪ (কেন্দ্র ১১-৪২৪ জনা), ১৯.০৫.২০২৪ (কেন্দ্র ১২-৪২৪ জনা)। পাঠ্য শেষের মেয়াদ : ১০ মাস (কেন্দ্র ১-৪২৪ জনা)

গৃগস্থালী

চরম গরমে গাছের উপরই রাখুন ভরসা

এপ্রিল মাসে এমন গরম শুরুে কখন পড়ে নি। শুরুতেই তীব্র গরম শহর জুড়ে। বাড়ির বাহিরে পা ফেলা দায়া। আবার বাড়ি ভিতরেও চূড়ান্ত গরম। নান্দিশ্বাস ওঠার জোগাড়। কুলার কিংবা এসির ভরসায় থাকতেই পারেন। তবে এই গরম থেকে রেহাই পাওয়ার কিছু প্রাকৃতিক উপায়ও রয়েছে। প্রকৃতির অদমরমহলে এমন কিছু গাছ রয়েছে যা বাড়ির আবহাওয়া ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। এই গাছের মধ্যে জলের পরিমাণ বেশি থাকে। তার জেরেই এর থেকে গরম হাওয়ার বদলে ঠান্ডা হাওয়া নির্গত হয়। আবার বাতাসে আর্দ্রতাও বজায় থাকে। আবার স্নেকপ্ল্যান্ট বাড়ির অক্সিজেনে লেভেল বাড়াতে এবং বাতাস



দুশ্বাসমুক্ত রাখতে সাহায্য করে। এই গাছের ক্ষেত্রেও একই বিষয় কাজ করে। রাবার গাছের পাতা বেশ মোটা হয়। তাতে জলের পরিমাণ বেশি। ফলে বাতাসে আর্দ্রতা বজায় থাকে। এই গাছগুলি বাড়ির ভিতরেই বেশ ভাল হয়। এর ছোট ছোট পাতা হাওয়ায় দোলা লাগলে বেশ ভাল লাগে দেখতে। আবার এই গাছ বাড়ির তাপমাত্রা কমতেও সাহায্য

বাহারি পাতা যেমন দেখতে ভাল লাগে, তেমনই তাপমাত্রা কমতেও সাহায্য করে। এর সরু সরু পাতা মিলে ঘরের মধ্যেই একটি বুনো পরিবেশের সৃষ্টি করে। এটা মানসিকভাবে গরমের অনুভব কমিয়ে দেয় বলেই মনে করেন গবেষকরা। এ সবই সংগৃহীত তথ্য। তবে বাড়িতে গাছ রাখতে তার ক্ষতির তুলনায় উপকারের পরিমাণ অনেক বেশি। আবার তা দেখতেও বেশ ভাল লাগে।

বছরভর সংসারে টাকার বৃষ্টি চান? জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি চান

গত রবিবার পয়লা বৈশাখ গিয়েছে।

শাস্ত্রমতে বছরের প্রথম দিনটা যে কোনও কাজের জন্যই শুভ। নতুন কিছু শুরু করতে হলে এই দিনটি নিশ্চিন্তে নির্বাচন করুন। কিংবা পরে সময় হলে করবেন, এমন কাজের পরিকল্পনা করার জন্যও এই দিনটিকে শুভ মনে করা হয়।

মানুষের সবচেয়ে বেশি চিন্তা থাকে অর্থাগম নিয়ে। তাই অনেকেই বছরের প্রথম দিনটি মা লক্ষ্মীকে খুশি করতে চান। সঙ্গে সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজো করেন। বিশ্বাস, এতে ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হয়। একসঙ্গে লক্ষ্মী ও গণেশের পূজো শুভ যোগ অর্থভাগ্য এনে দেয়। এখানে পাঁচটি কাজের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে যে কোনও একটি করলেই শুভ ফল পাওয়া যায়। সামনেই স্কলয় তৃতীয়া। তাই যারা পয়লা বৈশাখ পূজো করেনি তারা এই তিথিতে পূজো করতে পারেন। বাড়িতে পয়লা বৈশাখের পূজো না হলেও এই কাজগুলি অবশ্যই করুন।

১) পয়লা বৈশাখের দিন পাঁচটি কড়ি বাড়িতে লক্ষ্মীর ঘটের উপরে রেখে দিন। প্রতি বৃহস্পতিবার সেই কড়ি-সহ দেবী লক্ষ্মীর পূজো করুন, এতে দেবী প্রসন্ন হবেন। সংসারে শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে এবং আর্থিক অনটন থেকেও মুক্তি মিলবে।

২) বছরের প্রথম দিন ঘরে গণেশের মূর্তি



স্থাপন করলেও অর্থের দিকে সফল পেতে পারেন। পূজোর ফুল বাড়িতে টাকা ও গয়না রাখার জায়গায় রেখে দিন।

৩) প্রচলিত রয়েছে, গরুর সঙ্গে সব দেবতা বিরাজ করেন। তাই নববর্ষের দিনটিতে গরুকে খাওয়ানো শুভ মনে করা হয়। কিছু খাবার এমন জায়গায় রেখে দিন যা রাস্তায় থাকা গরু অন্যায়সে খেতে পারে। যে কোনও পথপশুকেও এদিন খাওয়ানো শুভ ফল দেয়।

৪) একটি পাত্রে তেল-হলুদ এবং সিঁদুর মিশিয়ে নিন। আমপাতায় সেই মিশ্রণের ফোটা দিতে হবে। তার পর সাতটি আমপাতা একটি লাল সুতো দিয়ে বেঁধে দরজার উপরে টাঙিয়ে ফেলতে হবে। শেষে দরজায় ধূপ দেখিয়ে একটি কোণে পুঁতে দিতে হবে। সেটা বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রাখলে বেশি ভাল। বাড়ির বাস্তবদায় থাকলে সেটাও কেটে যায়।

গরমে নতুন এসি লাগানো বা পুরোনোটা চালু করার আগে কি করবেন

শীতের সময় অবসরে যাওয়া সিলিং ফ্যান কিংবা এসির মতো শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের বিরাম নেই বললেই চলে এই গরম কালে। দুই মাস নিশ্চল থাকার পর হঠাৎ করে সচল করতে গিয়ে মেনে কোনোদিকপ বিপত্তিতে না পড়েন, তার জন্য এই সচেতনতামূলক কিছু কথা। প্রায় প্রতিবছরই খবরে উঠে আসে এসি বিস্ফোরণের মতো অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা। একটুখানি পূর্বসতর্কতা ঠেকাতে পারে বড় দুর্ঘটনা। ট্রান্সকম ডিজিটাল-এর সেলস অ্যান্ড সার্ভিস মৌইটেন্যান্স কর্মরত টেকনিশিয়ান মনির হোসেনের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হলো। আমদের নাক ও মুখ বন্ধ থাকলে যেমন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে, ঠিক তেমনই যান্ত্রিক ত্রুটি কিংবা ময়লা জমে এসির কমপ্রেসর

বন্ধ হয়ে যায়। এতে করে বিস্ফোরণের মতো অঘটন ঘটতেও পারে। এ ক্ষেত্রে নিয়মিত সার্ভিসিং করার প্রতি জোর দেন তিনি। বাড়ি কিংবা অফিস রুমে৷র আকার অনুযায়ী সঠিক মাত্রার এসি নির্বাচন করতে হবে। যেমন ১৫০ বর্গফুট জায়গার জন্য অফিসের ক্ষেত্রে দেড় টন আর বাড়ির ক্ষেত্রে এক টন ধারণক্ষমতার এসি হলেই যথেষ্ট।

প্রতিযোগিতার বাজারে কম মূল্যে নিম্নমানের এসি বিক্রি হচ্ছে অনেক স্থানে। এসব এসির গুণগত মান খাপপ হওয়ায় সহজেই দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হয়। তাই উচিত সরাসরি শোরুম থেকে নির্ভরযোগ্য ব্র্যান্ডের এসি কেনা। এসি লাগানোর সময় ইনডোর ও আউটডোর অংশে কিছু বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক থাকা

দরকার। ইনডোরে মানে ঘরের ভেতরের অংশে এসির অবস্থান হবে রুমে৷র ছাদ থেকে কমপক্ষে ৩-৫ ইঞ্চি নিচে। তাতে রুমে৷র



বাতাস টেনে নেওয়া সহজ হবে এবং এসিও স্বাভাবিকভাবে কর্মক্ষম থাকবে। আউটডোরে মানে ঘরের বাইরের অংশ এমনভাবে স্থাপন করতে হবে, যেন দেওয়াল থেকে এর পেছনের অংশ কমপক্ষে ৭ ইঞ্চি ফাঁকা জায়গা থাকে। এর সামনে কমপক্ষে ৫ ফুট জায়গা ফাঁকা থাকা দরকার। এই ফাঁকা জায়গা ১ ফুটে নেমে এলে এসি

থেকে বের হওয়া গরম বাতাস উল্টো আবার ভেতরে যেতে শুরু করবে এবং দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা এড়াতে পেশাদার টেকনিশিয়ানের সাহায্য নিয়ে নিয়মিত সার্ভিসিং করনো প্রয়োজন। অন্তত ছয় মাস পূর্ণপর এসির সার্বিক অবস্থা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিত। শীতের সময়টায় দীর্ঘদিন এসি চালু না থাকায় হঠা করে চালু করতে গেলে তাম্ক্ষণিক কোনো যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে কিংবা ফ্রেক ভেঙে যেতে ময়লা জমেও বিপত্তি দেখা দিতে পারে। তাই দীর্ঘদিন পর এসি চালু করার সময় পেশাদার টেকনিশিয়ানের উপস্থিতি নিশ্চিত করুন। কোনোরূপ অসংগতি চোখে পড়লে টেকনিশিয়ান তাম্ক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেসব অসংগতি

কটিয়ে উঠতে পারবে। ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এসি থেকে কোনো বিরূপ গন্ধ বা শব্দ পাওয়া গেলে তৎক্ষণা এসি বন্ধ করে পেশাদার টেকনিশিয়ান দিয়ে পরীক্ষা করে সমস্যার সমাধান খুঁজে নিতে হবে।বৈদ্যুতিক সংযোগ, সকেট, ফিল্টার নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করে দেখুন ঠিক আছে কি না। হুই ভোল্টেজ এড়াতে বাড়িতে সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করুন। বৃষ্টি ও বজ্রপাতের মতো দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় এসি বন্ধ রাখুন। এসি লাগানোর সময়ইেই টেকনিশিয়ানের ফোন নম্বর সংগ্রহে রাখুন। কোনোরূপ অসংগতি চোখে পড়লে ও নিয়মিত সার্ভিসিং পাবার জন্য দ্রুত যোগাযোগ করতে পারবেন।

ইজরায়েলি ড্রোন গুলি করে নামাল ইরান,দেশজুড়ে বন্ধ বিমান পরিষেবা

১৯ এপ্রিল : গভীর রাত থেকে ফের যুদ্ধের মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্যে। ইরানের মিসাইল হামলায় পাল্টা দিতে এদিন ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ছে ইজরায়েল। তবে ইজরায়েলের ছোড়া সমস্ত ড্রোনই গুলি করে নামানো হয়েছে বলেই দাবি ইরানরা। তবে ইরানের একাধিক শহরে বিমান পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, আমেরিকার ‘খুশিশারি উপেক্ষা করেই ইরানে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। তবে ওয়াশিংটনে এই পাল্টা মারের কথা জানাত বলেই সূত্রের খবর। গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ইরানের একাধিক পরমাণু কেন্দ্র লক্ষ্য করে মিসাইল ছোড়ে ইজরায়েল। তবে হামলার পরে তেরোমার তরফে জানানো হয়, পরমাণু কেন্দ্রগুলো সুরক্ষিত রয়েছে। এছাড়াও ইজরায়েলের

ছোড়া তিনটি ড্রোন গুলি করে নামিয়েছে ইরান। বায়ুসেনা ঘাটি লক্ষ্য করে ইজরায়েলি মিসাইল থেয়ে এলেও কোনও ক্ষতি হয়নি। ইরানি সেনার অন্যতম শীর্ষ আধিকারিক সিয়াডোশ মিহানদোস্ত জানান, ইজরায়েলের হামলায় দেশে কোনও ক্ষতি হয়নি। তবে একাধিক উড়ান বাতিল করা হয়েছে গোটা ইরানে। বেশ কয়েকটি বিমানবন্দরের সমস্ত উড়ান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। বহু বিমানের যাত্রাপথ পাণ্টে দেওয়া হয়েছে ইজরায়েলি হামলা এড়াতে। বিশেষত ইরানের পশ্চিমদিকে যেন কোনও যাত্রীবাহী বিমান চলাচল করতে না পারে সেটা নিশ্চিত করা এখনও ইজরায়েলের তরফে। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে ফের শুরু হয়েছে বিমান চলাচল। ইজরায়েলের ‘পাল্টা মারে’ আবারও যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি

হতে পারে বলে মধ্যপ্রাচ্যের বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকেও সতর্ক করা হয়েছে। অন্যদিকে সূত্রের খবর, আমেরিকাকে জানিয়েই ইরানে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। তবে হামলার নেপথ্যে আমেরিকার কোনও তৃচ্চিকা নেই বলেই জানিয়েছেন মার্কিন আধিকারিকরা। হামলার পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ইজরায়েলের এক আধিকারিক জানান, ইরানকে বার্তা দেওয়ার জন্যই এই চুক্তিপেপা দরকার হলে ইরানে ঢুকেও হামলা করতে পারে ইজরায়েল, সেটা বোঝাতেই এই মিসাইল ছোো। তবে আপাতত মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। এখনও ইজরায়েলের হামলার পাল্টা দেয়নি ইরান। তবে আগামী দিনে ইরান-ইজরায়েল দ্বন্দ্বে জেরে অশান্তি বাতে পারে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা ২০২৪-এর গ্রীষ্মকালে রেকর্ড সংখ্যক অতিরিক্ত ট্রেন পরিচালন

মালিগাঁও, ১৯ এপ্রিল : যাত্রীদের সুবিধা নিশ্চিত করতে এবং গরমের সময় ভ্রমণের চাহিদার প্রত্যাশিত বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে ভারতীয় রেলওয়ে গ্রীষ্মকালে স্পেশাল ট্রেনে রেকর্ড-ব্রেকিং ৯১১ টি ট্রিপ পরিচালনা করেছে। যা ২০২৬-এর গ্রীষ্মকালের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণের বৃদ্ধি চিহ্নিত করেছে, যেখানে মোট ৬৩৬৯টি ট্রিপের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর অর্থ হলো ২৭৪২ টি ট্রিপ বৃদ্ধি, যা যাত্রীদের চাহিদা কার্যকরভাবে পূরণের জন্য ভারতীয় রেলওয়ের দায়বদ্ধতা প্রদর্শন করে।। এই গ্রীষ্মকালে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রীদের জন্য সুগম ও আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত ট্রেনের ৮৮টি ট্রিপ পরিচালনা করবে। প্রধান প্রধান রেলওয়ে রুটগুলিতে প্রবেশের জন্য সারিবদ্ধ পদ্ধতি নিশ্চিত করা হয়। সমগ্র দেশের গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যস্থলগুলিকে সংযুক্ত করতে এই অতিরিক্ত ট্রেনগুলি নিযুক্ত তাহে পরিকল্পনা কর হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য থেকে গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণের ভিড় সামলাতে সমগ্র ভারতে বিস্তৃত সবগুলি জোনাল রেলওয়ে অতিরিক্ত ট্রেন পরিচালনার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে অসম, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশ থেকে দেশজুড়ে ব্যাঙ থাকা প্রধান প্রধান গন্তব্যস্থলগুলি পর্যন্ত সামার স্পেশাল ট্রেন পরিচালনা করা হচ্ছে।

অতিরিক্তট্রেনেরপরিকল্পনাএবংবচলানোএকটিশিারবাহিকপ্রক্রিয়া, যার জন্য একটি নির্দিষ্ট রুটে ট্রেনের চাহিদা মূল্যায়নের জন্য পিহারএস সিস্টেমে ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীদের বিবরণের পাশাপাশি মিডিয়ারি পোর্ট, সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, রেলওয়ে ইন্সটিটিউটে ছেলেলাইন

নম্বর১৬৯-এর মতো দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা সমস্ত যোগাযোগ চ্যানেল থেকে ইনপুট গ্রহণ করা হয়। এই প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে ট্রেনের সংখ্যা ও ট্রিপের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ট্রেনের সংখ্যা অথবা অতিরিক্ত ট্রেনের মাধ্যমে পরিচালিত ট্রিপের সংখ্যা সমগ্র মরসুমের জন্য ধার্য করা হয় না। গরমের সময় যাত্রীদের জন্য রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে পানীয় জলের উপলব্ধতাও নিশ্চিত করা হয়। ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক ব্যবস্থা সমস্ত প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে করা হয়। উপযুক্ত পদ্ধতিতে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে সমস্ত কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের জন্য এই সমস্ত স্টেশনে বরিষ্ঠ আধিকারিকরা উপস্থিত থাকেন। জেনারেল ক্লাসের কোচগুলিতে প্রবেশের জন্য সারিবদ্ধ পদ্ধতি নিশ্চিত করতে ট্রেনের যাত্রা আরম্ভ করা স্টেশনগুলিতে আরপিএফ কর্মীদের নিয়োজিত করা হয়। জনসমাগমপূর্ণ এলাকাগুলি ঘনিষ্ঠভাবে দেখার জন্য এবং যাত্রীদের রিয়েল টাইম সহায়তা প্রদান করতে সিসিটিভি কন্ট্রোল কর্মী আরপিএফ কর্মীদের নিয়োজিত করা হয়। চাঁও ভিড়ের সময় পদলিপি হওয়ার মতো পরিস্থিতি এড়াতে সূশৃঙ্খল পদ্ধতিতে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে ফুট ওভার ব্রিজগুলিতে গার্ডমেন রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি) এবং রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ) কর্মীদের নিয়োজিত করা হয়। যাত্রীদের সুবিধাজনক ও আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য ভারতীয় রেলওয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রেলওয়ে টিকিট কাউন্টার অথবা আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট/অ্যাপের মাধ্যমে যাত্রীরা নিজেদের টিকিট বুক করতে পারবেন।

ভোট দেওয়ার পর খুশি তামিলিসাই, ভোটাধিকার প্রয়োগের আহ্বান



শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সকাল সকাল ভোট দেন তামিলিসাই সৌন্দররাজান। চেন্নাইয়ের সালিগ্রামামের একটি ভোট কেন্দ্রে নিজের ভোট দিয়েছেন তামিলিসাই। পরে তিনি সবাইকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমি নিজের ভোট দিতে পেরে খুব খুশি। আমি সমস্ত নাগরিকদের কাছে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করছি, কারণ ভোট দেওয়া আমাদের অধিকার। আমার প্রথম ভোটারদের কাছে আবেদন হল, তাদের দ্বিধা থাকতে পারে, কারণ এটি তাদের প্রথম অভিজ্ঞতা, তবে ভোটকেন্দ্রে আসুন কারণ আপনাদের সাংসদ নির্বাচন করার গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে...তাই, বুথে আসুন এবং ভোট দিন। উল্লেখ্য, দক্ষিণ চেন্নাই লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী তামিলিসাইয়ের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিা করছেন ডিএমকে-র টি সুমাথি এবং এআইএডিএমকে-র জে জয়বর্মন।

ভোট দিলেন এম কে স্ট্যালিন, বললেন সকলের ভোট দেওয়া উচিত

চেন্নাই, ১৯ এপ্রিল : লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। শুক্রবার সকালে চেন্নাইয়ের একটি পোলিং বুথে গিয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন। মুখ্যমন্ত্রী তথা ডিএমকে প্রধান এম কে স্ট্যালিন ভোট দেওয়ার পর বলেছেন, ভোট দিয়ে আমি গর্ববোধ করছি। সমস্ত ভোটারদের উচিত নিজেদের ভোট দেওয়া। শুক্রবার সকাল সাতটা থেকে শুরু হয় ভোটগ্রহণ। ভোটদান পর্ব শুরু হওয়ার ঘটনাখানেকের মধ্যেই ভোট দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন।

গণতন্ত্রকে মজবুত করতে ভোট দেওয়ার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা৷

জয়পুর্, ১৯ এপ্রিল : ভোট দিয়ে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা। শুক্রবার সকালে রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরের একটি ভোটদান কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা। ভোট দেওয়ার পর গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা বলেছেন, জনতার মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ রয়েছে, আমি আপনাদের কাছে আবেদন জানাতে চাই, এই গণতন্ত্রের উৎসব - নিজের ভোট দিন। আপনার ভোট আমাদের গণতন্ত্র, আমাদের দেশকে শক্তিশালী করবে... আমি আপনাদের বরাতে চাই, রাজস্থান ২০১৪ এবং ২০১৯ সালের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করবে - আমি আত্মবিশ্বাসী।



পিলিভিটে ফের পদ্ম ফুটবে’, দাবি বিজেপি প্রার্থী জিতিনের

পিলিভিট, ১৯ এপ্রিল : উত্তর প্রদেশের পিলিভিটে বিদায়ী

সাংসদ বরুণ গান্ধীর বদলে প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা তথা

যোগী আদিত্যনাথ সরকারের মন্ত্রী জিতিন প্রসাদের

কোয়িছে বিজেপি। শুক্রবার সকালে তিনি নরেন্দ্র মোদীকে

তৃতীয় বার প্রধানমন্ত্রী করার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে

দাবি করেন, ‘ মানুষের আশীর্বাদ রয়েছে আমার সঙ্গে।

দেশে কংগ্রেসের সরকার থাকলে তেজস যুদ্ধবিমান আকাশের উচ্চতা ছুঁতে পারত না : প্রধানমন্ত্রী

দামোহ, ১৯ এপ্রিল : নির্বাচনী জনসভা থেকে ফের কংগ্রেসের

বিরুদ্ধে আক্রমণ শালালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার মধ্যপ্রদেশের

দামোহের নির্বাচনী জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, কংগ্রেস

ভারতের প্রতিরক্ষা সেক্টরকে কয়েক দশক ধরে দুর্বল করে রেখেছে।

কংগ্রেস সরকার সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্র কেনার সময় নিজেদের সুবিধার দিকে আরও মনোযোগ দিয়েছে। এই লোকোজন নিজেদের সমস্ত শক্তি দিয়ে দেশের বায়ুসেনাকে দুর্বল করার এবং রাফাল বিমান খরচ বৃধিত করার চেষ্টা করেছিল। এখন দেশে কংগ্রেসের সরকার থাকলে ভারতে তৈরি তেজস যুদ্ধবিমান আকাশের উচ্চতা ছুঁতে পারত না। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, বিজেপি সরকার ভারতীয় সেনাবাহিনীকে স্বনির্ভর ও

আবারও এখানে পদ্ম ফুটবে।’’ পিলিভিটে এবার বরুণ গান্ধীকে প্রার্থী করেনি বিজেপি, পরিবর্তে জিতিন প্রসাদের ওপর আস্থা রেখেছে দল। শুক্রবার সকালে জিতিন প্রসাদ বলেছেন, ৪০০ আসন অতিক্রম করে তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হবেন মোদীজি। আমি আশাবাদী পিলিভিটের মানুষের পূর্ণ আশীর্বাদ করবেন এবং পদ্ম ফুটবে।



পাচ্ছে যা অন্যান্য দেশে অস্ত্র রফতানি করে। গত বছরে ভারত অন্যান্য দেশের কাছে ২১ হাজার কোটি টাকার অস্ত্র বিক্রি করেছে।

সময়ের মধ্যেই ব্রহ্মোস মিসাইলের প্রথম চালান যাচ্ছে ফিলিপিনে। এ জন্য আমি সকল দেশবাসীকে অভিনন্দন জানাই।

আমবাসার ঘণ্টাছড়া এলাকায় উদ্ধার দুই কিশোরের মৃতদেহ, চাঞ্চল্য



আমবাসা (ত্রিপুরা), ১৯ এপ্রিল : পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভোটার দিন সকালে ধলাই জেলার অন্তর্গত আমবাসা থানায় ঘটনাছড়া এলাকায় দুই কিশোরের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায়

চাঞ্চল্য ছািয়েছে। মৃত দুই কিশোরকে জেমস মলসম এবং বিকাশ রিয়াং বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের শরীরে রয়েছে আঘাতের চিহ্ন। ধারণা করা হচ্ছে, দুই কিশোরকে খুন করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল সাতটা নাগাদ স্থানীয় জনগণ ওই দুই যুবকের মৃতদেহ দেখে খবর দেন আমবাসা থানায়। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় আমবাসা থানার ওসি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। মৃত দুই নাবাালকের পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ শনাক্ত করেন।

কুলাই ঘটনাছড়া আইচোপ্রহর কলেনির বৃন্দা জয়পাড়ার বাসিন্দা জেমস মলসম ও বিকাশ রিয়াং বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ব্যাঙ ধরার জন্য ওই এলাকায় যায়। কিন্তু গভীর রাত হয়ে গেলেও তারা বাড়িতে ফিরে যায়নি। শুক্রবার সকালে উদ্ধার হয় তাদের মৃতদেহ। স্থানীয় জনকে ব্যক্তি জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এলাকার লোকজন শেষবারের মতো জেমস মলসম ও বিকাশ রিয়াংকে দেখেছিলেন। তখন তারা এলাকার লোকজনদের নাকি বলেছিল, তারা ব্যাঙ ধরতে যাচ্ছে। তিনি আরও জানান, ধারণা করা হচ্ছে, দুই নাবাালককে হত্যা করে মৃতদেহ ফেলে রাখা হয়েছে। এদিকে জোড়া মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে আমবাসা মহকুমার পুলিশ আধিকারিক নিরুপম দত্ত ও ধলাই জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র চৌধুরী ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন। ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয় ফরেনসিক টিমকে। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থল থেকে নান্য সামগ্র সংগ্রহ করেছেন। তল্লাশি চালানো হয় ঘটনাস্থলে। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র চৌধুরী জানান, দুই নাবাালকের মৃতদেহ শনাক্ত করেছেন পরিবারের লোকজন। ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালিয়ে কিছু ফু পাওয়া গেছে। প্রাথমিক স্তরে ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানান তিনি। মৃত জেমস মলসম ও বিকাশ রিয়াং-এর শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাই পুলিশের ধারণা তাদের হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

সন্দেহভাজন ইউডিএলএ জঙ্গিদের হাতে অপহৃত এক

হাফপুর্, ১৯ এপ্রিল : লোকসভা নির্বাচনের মুখে উত্তর কাছ। পার্বতা ঋশাসিত পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য (ইএম) মনজি নাইডিঙের কনিষ্ঠ ভাই প্রসেনজিৎ নাইডিঙকে অপহরণ করেছে সন্দেহভাজন ‘ইউনাইটেড ডিমাসা লিবারেশন আর্মি’ (ইউডিএলএ) নামের এক উগ্রপন্থী সংগঠনের ক্যাডাররা। বৃধবার রাতে দিম্য়ুংমুখ থানার অন্তর্গত খাইজুরিতে তাঁর নিজস্ব বাসভবন থেকে বন্দুকের নলে মুষে প্রসেনজিৎ নাইডিঙকে তুলে নিয়ে গেছে সন্দেহভাজন উগ্রপন্থীরা। জানা গেছে, প্রসেনজিৎ নাইডিঙের বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে বাড়িতে সামাজিক কিছু রীতি-নিয়ম চলছিল। তখন উগ্রপন্থীর দল বাড়িতে হানা দিয়ে প্রসেনজিৎকে তুলে নিয়ে যায়। এ খবর লেখা পর্যন্ত অপহৃত প্রসেনজিৎ নাইডিঙের কোনও সন্ধান মেলেনি। এ সম্পর্কে ডিমা হাসাও জেলার পুলিশ সুপার ময়ঙ্গ কুমার বলেন, ঘটনা সম্পর্কে প্রসেনজিৎ নাইডিঙের

Name Change
I, (Old Name) MOJIBUR RAHAMAN S/o- MASEM SEIKH, Residing at Vill- Hatpara, Post- Gokarna, Ps - Naba- gram, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Do hereby de- clare that I have Changed my name from MOJIBUR RAHAMAN TO MA- JIBUR RAHAMAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MAJIBUR RAHAMAN in all purpose Vide an affidavit Sworn be- fore the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024. MA- JIBUR RAHAMAN and MOJIBUR RA- HAMAN both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) ABU SUFIAN SEKH S/o- NAIMUDDIN SK, Residing at Vill- Parbatipur, Post- Purandapur, Ps - Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742171, West Bengal. Do hereby de- clare that I have Changed my name from ABU SUFIAN SEKH TO ABU SUFIAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ABU SUFIAN in all purpose Vide an affi- davit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024. ABU SUFIAN and ABU SUFIAN SEKH both are Same and one identical person.

বিয়ের রাতেই আলাদা হতে হল প্রেমিক যুগলকে

কুমারঘাট, ১৯ এপ্রিল : বাল্যবিবাহ

রোধে অনেকটাই কঠোর প্রশাসন।

বিয়ের আগে সম্ভব না হলেও

নাবাালিকার বিয়ের মেহেদি উঠার

আগেই নবদম্পতিকে আলাদা করে

দিল প্রশাসনের লোকজন। ঘটনাটি

ঘটনেকে বৃহস্পতিবার রাতে ত্রিপুরার

উনকোটি জেলার কুমারঘাট থানায়নি

ন্দেবাই এলাকায়। প্রেমিক প্রমিকার

ভালোবাসায় বাধা হয়ে দাঁড়ালে

দেশের আইন ব্যাবস্থা।

Name Change
I, (Old Name) JAKIR HOSSAIN S/o- JAMATULLA SK, Residing at Vill- Jhunka, Post- Beldanga, Ps - Bel- danga, Dist- Murshidabad, Pin- 742134, West Bengal. Do hereby de- clare that I have Changed my name from JAKIR HOSSAIN TO MD JAKIR HOSSAIN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD JAKIR HOSSAIN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the no- tary public at Berhampore Murshid- abad On 20/03/2024, MD JAKIR HOSSAIN and JAKIR HOSSAIN both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) ANJUMANA BIBI W/o- ABDUL JABBAR SK, Residing at Vill- Dhapuria, Post- Meipota, Ps - Naka- shipara, Dist- Nadia, Pin- 741124, West Bengal. Do hereby declare that I have Changed my name from AN- JUMANA BIBI TO SEIKH ANJUMANA BIBI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SEIKH ANJUMANA BIBI in all pur- pose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Mur- shidabad On 20/03/2024, SEIKH AN- JUMANA BIBI and ANJUMANA BIBI both are Same and one identical per- son.

Name Change
I, PRITISH KUMAR SHIT S/O LT. BALARAM SHIT resident of Vill Uttar Chandanpuri, PO Chandanpuri, PS- Namkhana, Dist-South 24 Pgs. WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declare my actual name PRITISH KUMAR SHIT instead of PRITITH SHEET which is wrongly recorded in my Son's passport(No. N2816226, dt. 30/07/1995), vide an affidavit sworn before the L.d. Judicial Magistrate First Class at Kakkdw, South 24 Pgs on 19/04/2024. PRI- TISH KUMAR SHIT and PRITITH SHEET both are same and one iden- tical person.

Name Change
I, Jogeswar Saha (Old Name) S/o Badrinarayan Saha Residing at /JM 12/2, Baguiati, VTC- Rajarhat- Gopalpur (M), PO- Aswini Nagar, Sub Dist- North 24 Parganas W.B- 700159, India shall henceforth be known as Jageshwar Saha (New Name) as de- clared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 19-04- 2024. Jogeswar Saha (Old Name) and Jageshwar Saha (New Name) both are same and one identical per- son.

নাম পরিবর্তন
আমি Manik Lal Sen (পুরাতন নাম) পিতা Late Upendra Nath Sen চিহ্নন 64/2/4, Biren Roy Road, East Purbia Barisha, Barisha, 24 Pgs (S), Pin-700008, W.B. কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 18-04-2024 এর Affidavit no. 39/2024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Manik Sen (নতুন নাম) নামে পরিচিতি হলাম। Manik Sen (নতুন নাম) ও Manik Lal Sen (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I,MD MUZZAMIL S/o MD JAMIL AGE about 30 yrs R/o 87/B/2 TOPSIA ROAD, P.O=P.S.TILJALA KOLKATA- 700039 (W.B) do herby solemnly af- firm and declare as follows-That my name wrongly recorded as MD.MOJAM MIL S/o MD JAMIL in my voter Id card EPIC NO- ZYR27388

ভাগ্য বদলাতে ইডেনে রবিবার কোহলিরা পরবেন সবুজ জার্সি, লড়াই সেই গম্ভীরের সঙ্গে



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ এপ্রিলঃ চলতি আইপিএলে সাত ম্যাচের মধ্যে মাত্র একটি ম্যাচে জয় পেয়েছে বেঙ্গালুরু। তারা কবে জয় ফিরবে কেউ জানে না। রবিবার তার মধ্যে কলকাতার বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেনে নামছেন ফ্যাঙ্ক ড্রু প্রেসি, বিরাট কোহলিরা। ভাগ্য বদলাতে ওই ম্যাচে তাদের পরনে থাকবে সবুজ জার্সি। ২০১১ সাল থেকে আরসিবি সেভ দ্য প্রিন অর্থাৎ সবুজ বাঁচও, এই বার্তাকে সামনে রেখে আইপিএলের একটা ম্যাচ সবুজ জার্সি পরে খেলেন। কিন্তু সেই ম্যাচটা তারা খেলেন ঘরের মাঠ চিন্মাস্বামী স্টেডিয়ামে। এবারই প্রথম বেঙ্গালুরু দল সবুজ জার্সি পরে মাঠে নামবে ইডেনে। এই ম্যাচে দল জয়ে ফেরে কিনা তার দিকে চোরে আছেন কোহলি প্রেমীরা। বিরাট নিজ দারুণ ফর্মে থাকলেও দল টানা হারছে। এবার আরও হতাশার পারফর্ম্যান্স। মাত্র একটি ম্যাচে জিতেছে। ইডেনেও বেঙ্গালুরু দলের রেকর্ড ভাল নয়। এই মাঠেই মাত্র ৪৫ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল বেঙ্গালুরু। সেই স্মৃতি দগদগে হয়ে রয়েছে। কোহলির কাছে অবশ্য ইডেন বারবার রানের ঝুলি উড়ুত করে দিয়েছে। এবারও কোহলির লড়াই শুধু কলকাতা দলের বিরুদ্ধে নয়, আরও সটিক করে বললে, গৌতম গম্ভীরের সঙ্গেও। বেঙ্গালুরুর মাঠে গম্ভীরের সঙ্গে কোহলির হাত মেলানোর ছবি টাটকা। তবুও দুজনেই সেজাজি তারকা। কোহলি চাইবেন আবারও তার সেরা বলক দেখাতে। গম্ভীর চাইবেন মেন্টর হিসেবে বিরাটের সামনে কলকাতার বড় জয়। শুক্রবার বেঙ্গালুরু দলের তরফে কোহলিদের সবুজ জার্সি পরা ছবি পোস্ট করে লেখা হয়েছে। দেখা যাক সবুজ জার্সি বেঙ্গালুরুর ভাগ্য বদলাতে পারে কিনা।

আরসিবির হয়ে খেলাটা আমার স্বপ্ন ছিল। রাহুল

বেঙ্গালুরু, ১৯ এপ্রিলঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে বিভিন্ন গ্র্যান্ডপ্রাইজিতে খেলেছেন লোকেশ রাহুল। বর্তমানে লখনউ সুপার জায়ান্টসের অধিনায়ক। তার আগে পঞ্জাব কিংসে ছিলেন। অতীতে তার হেম গ্র্যান্ডপ্রাইজি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতেও খেলেছেন লোকেশ রাহুল। আর তখনকারই মজার ঘটনা উঠে এসেছে। লোকেশ রাহুল যখন আরসিবিতে সই করতে গিয়েছিলেন, সে সময় বিরাট কোহলি তাকে কী বলেছিলেন? আইপিএলের জন্মগত অর্থাৎ ২০০৮ সাল থেকে একই গ্র্যান্ডপ্রাইজিতে খেলেছেন বিরাট কোহলি। অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপজয়ী দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে সেই কবিরেখিছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। লোকেশ রাহুলও খেলেছেন সেই

গ্র্যান্ডপ্রাইজিতে। বিরাট অবশ্য দল বদল করেননি কোনওদিন। ইতিমধ্যেই যোগাও করে দিয়েছেন, বেঙ্গালুরু গ্র্যান্ডপ্রাইজি রাহুল। সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে অনবদ্য পারফর্ম্যান্সের পর বিরাট কোহলিই প্রস্তাব দিয়েছিলেন



লোকেশ রাহুল বলছেন, “অনেকেই সেখানে থাকলেও বিরাটই সে সময় বলেছিল, তুমি কি এই চুক্তিতে সই করতে এবং আরসিবি জার্সিতে খেলতে চাও? আমি অবাধ হয়ে যাই। আমার কাছে বিষয়টা ছিল, আরে ও কি ইয়াকি করছে? আরসিবির হয়ে খেলাটা আমার স্বপ্ন ছিল। কিছুক্ষণ পরই বিরাট বলে ওঠে, আরে মজা করছি, এটা কোনও অপশন দিচ্ছি না, চুক্তিতে সইটা করে দাও। আমি সই করি। বিরাট তখন বলে-দুর্দান্ত কয়েকটা মাস কটিবো।” আরসিবিতে খেলার সেই দিনগুলি সম্পর্কে রাহুল বলেন, “দু-মাস আরসিবিতে আমি অনেক কিছুই শিখেছিলাম। রঞ্জি ট্রফিতে -৮ মরসুম খেলে আমি যেটা শিখেছিলাম, তার চেয়ে অনেক কিছু শিখেছি ওই দুটো মাসে।”

মুন্সই জিতলেও হার্দিকের বড় শাস্তি, শেষ ওভারে দলনেতার কথাই শুনলেন না মাধোয়াল!



মুন্সই, ১৯ এপ্রিলঃ মুন্সই অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়ার সময়টা ভাল যাচ্ছে না। পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে নয় রানে জিতলেও গ্লো ওভারেরটার কারণে ম্যাচ ফি-র ১২ লাখ টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। তিনটি ম্যাচের মধ্যে আবারও এমন ঘটলে হার্দিককে

এক ম্যাচ বসতে হবে। গত রাতের ম্যাচে দেখা গিয়েছে কিংসের আশুতোষ শর্মা প্রায় জিতিয়েই দিচ্ছিলেন। শেষ ওভারে পাঞ্জাবের ১২ রান দরকার ছিল। আকাশ মাধোয়ালকে বোলিং করতে ডাকেন হার্দিক। চলে আসেন রোহিত শর্মাও। তিনি যে এই দলের মধ্যমাণি সেটা বোঝা গিয়েছে যখন দেখা যায় আকাশ পরামর্শ নিচ্ছেন রোহিতের থেকে। দলের অধিনায়কের ভার তাঁর হাতে না থাকলেও যে কোনও সিদ্ধান্তে রোহিতের মস্তিষ্ক প্রধান ভূমিকা নিচ্ছে। শেষ ওভারের সময় মুন্সই পেসার দলের নেতা হার্দিক নন, পরামর্শ নিতে এগিয়ে যান রোহিতের দিকে। পাশেই ছিলেন হার্দিক। কিন্তু মাধোয়ালকে দেখা যায় হার্দিককে কোনও গুরুত্বই দিচ্ছেন না। এই ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। কয়েকদিন আগেই আকাশ নামে ওই অনামী বোলার রোহিত সম্পর্কে নিজের মনের কথা জানিয়েছিলেন। মুন্সই শিবিরের বহু তরুণ ক্রিকেটার যে রোহিতের বড় অনুগামী সেটা বারবার বোঝা গিয়েছে।

পেস বোলিংয়ের প্রফেসর, কবে কলেজ খুলছেন জসপ্রীত বুমরা?

মুন্সই, ১৯ এপ্রিলঃ বল হাতে জসপ্রীত বুমরা যে কোনও ম্যাচে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারেন। বারে বারে তিনি তা প্রমাণ করেছেন। পঞ্জাবের বিরুদ্ধে মুন্সইতে বৃহস্পতিবার রাতে যে আইপিএল ম্যাচ জিতেছে মুন্সই ইন্ডিয়ান্স, তাতে অনবদ্য বোলিং করেছেন জসপ্রীত বুমরা। ভারতীয় তারকার পেসে কারু হন তাবড় তাবড় ব্যাটাররা। তাকে এ বার পেস বোলিংয়ের প্রফেসর আখ্যা দিলেন প্রাক্তন ক্যারিবিয়ান তারকা ক্রিকেটার জসপ্রীত বুমরা বর্তমানে ক্রিকেট বিশ্বের অন্যতম সেরা পেস বোলার। যত দিন যাচ্ছে বুমরা আরও অস্বাভাবিক হয়ে উঠছেন। এ বারের আইপিএলে এখনও অবধি ৭টি ম্যাচ খেলেছেন বুমরা। তাতে নিয়েছেন ১৩টি উইকেট। পার্শ্ব কাপ মুন্সইয়ের অন্যতম সেরা অস্ত্রের বুলিভে। তাঁর ইকনমি ৫.৯৬। পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে জসপ্রীত বুমরা ৪ ওভার বল করে ২১ রানের বিনিময়ে ৬ উইকেট নিয়েছেন। ৯ রানে ওই ম্যাচ জেতে মুন্সই। ম্যাচের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন ক্রিকেটার ও ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ ইয়ান বিশপ সোশ্যাল মিডিয়া সাইট



এক্স-এ বুমরাকে নিয়ে একটি পোস্ট করেছেন। যেখানে বুমরাকে প্রফেসর বলেছেন ইয়ান বিশপ। ক্যারিবিয়ান প্রাক্তন ক্রিকেটার এক্স-এ লেখেন, “যদি জসপ্রীত বুমরাকে ফাস্ট বোলিংয়ের জন্য পিএইচডি ডিগ্রি দিতে পারতাম, তা হলে সেটা আমি দিতাম। ও অসাধারণ ভাবে ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী সংযোগ স্থাপন করতে পারে, সে বোলিংয়ের বিষয়ে অত্যন্ত জ্ঞানী এবং স্পষ্টভাবে ওর কথা বলা র দক্ষতাও আছে।” এখানেই থেকে থাকেননি ইয়ান বিশপ। তিনি আরও লেখেন, “আমি দেশের প্রতিটি প্রান্তের সমস্ত স্তরের তরুণ পেসারদের কাছে ওর লেকচার পৌঁছে দিতে চাই। আমি জসপ্রীতের অবসরের জন্য অপেক্ষা করতে পারছি না।” এরপর ইয়ান বিশপ হ্যাশট্যাগ দিয়ে প্রফেসর লিখে ভারতীয় তারকা পেসারকে এক আলাদা স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ বার দেখার সত্যিই জসপ্রীত বুমরা অবসর নেওয়ার পর পেস বোলিংয়ের তালিম দেওয়ার জন্য নিজের কাজে খুলে ফেলেন কিনা। তেমনটা হলে অবশ্য মন্দ হবে না। ভারতীয় তরুণ বোলারদের উন্নতিই হবে।

রোনাল্ডোর ১১৩ কোটি টাকা বকেয়া বেতন পরিশোধের নির্দেশ জুভেন্টাসকে



রিয়াদ, ১৯ এপ্রিলঃ ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর ব্যাংক হিসাবে হরতোই ক্রুতই কিছু অর্থ যোগ হচ্ছে। রোনাল্ডোর বিশাল সম্পদের পাহাড়ে সেই অর্থযোগ অশ্ব তেমন কিছু নয়। তবে রোনাল্ডোর ব্যাংক হিসাবে এই অর্থযোগ হবে পূর্তগিজ তারকার একটি অন্য রকম বিজয়। ২০১৮ সালে রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে জুভেন্টাসে যাওয়া রোনাল্ডো ইতালির ক্লাবটি ছাড়েন ২০২১ সালে। সে বছর তিনি যখন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে দ্বিতীয় মেসাদের জন্য নাম লেখান, তখন জুভেন্টাসের কাছে ৯৭ লাখ ইউরো বকেয়া বেতন দাবি করেছিলেন। কিন্তু জুভেন্টাস সেটা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এরপর বিরাট গডার আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতে। কোর্ট অব আরবিট্রেশন রোনাল্ডোর সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জুভেন্টাসকে ৯৭ লাখ ইউরো দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। ভারতীয় মুদ্রায় বা প্রায় ৮৭ লাখ টাকা। রোনাল্ডোর প্রাপ্য বেতন থেকে ওই অন্যান্য খরচ দাখ দিয়ে এই অর্থ নির্ধারণ করা হয়েছে। ৯৭ লাখ ইউরোর সঙ্গে মুনাফা ও বিচারিক প্রক্রিয়ার খরচও দিতে হবে জুভেন্টাসকে। রোনাল্ডো জুভেন্টাসের কাছ থেকে যা পাচ্ছেন, সেটা তাঁর দাবি করা অর্থের অর্ধেক। জুভেন্টাসের কাছে ১ কোটি ৯৫ লাখ ইউরো বকেয়া বেতন দাবি করেছিলেন পাঁচবারের ব্যালন ডি’অরজয়ী। ২০২১ সালে জুভেন্টাস ছাড়ার পর রোনাল্ডো ইউনাইটেডে ছিলেন দেড় মরসুমের মতো। এরপর ২০২৩ সালের শুরুতে নাম লেখান সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসর।

লেভারকুসেনের নতুন রেকর্ড, ট্রেনেলের পথেও আরেক ধাপ

লন্ডন, ১৯ এপ্রিলঃ এবার ‘ট্রেনেল’ জয়ের স্বপ্ন আরও বেশি করেই দেখতে পারে ব্যায়ার লেভারকুসেন। গত সপ্তাহে বুন্দেসলিগা জেতা জার্মান ক্লাবটি এবার জয়গা করে নিয়েছে ইউরোপা লিগের সেমিফাইনালে। গতকাল রাতে উয়েফা আয়োজিত দ্বিতীয় সেমিফাইনাল প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালের ফিরতি লেগে ওয়েস্ট হামের সঙ্গে ১-১ ড্র করে লেভারকুসেন। প্রথম লেগে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় দুই লেগ মিলিয়ে ৩-১ অগ্রগতিমতায় শেষ চারের টিকিট পেয়েছে দলটি। ইউরোপা লিগ সেমিফাইনালে ওভার পথে একটি রেকর্ডও গড়েছে লেভারকুসেন। ওয়েস্ট হামের সঙ্গে সমতায় শেষ হওয়া খেলাটি সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে লেভারকুসেনের টানা ৪৪তম অপরাজিত ম্যাচ। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের দলগুলোর মধ্যে এত বেশি ম্যাচ অপরাজিত থাকার কীর্তি আর কারও নেই। লন্ডন স্টেডিয়ামে লেভারকুসেনকে বেশ কটন পরিস্থাতিতে ফেলেছিল ওয়েস্ট হাম। ১৩ মিনিটেই মিখায়েল অ্যান্টন ওগর গোলে এগিয়ে যায় ইংলিশ ক্লাবটি, যে লিড তারা ধরে রাখে একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। এমনিতে ১-০ ব্যবধানে হারলেও ইউরোপা লিগের সেমিফাইনালে উঠে যেত লেভারকুসেন। কিন্তু অপরাজিত থাকার রেকর্ড গড়তে দরকার ছিল

ড্র। ম্যাচের ৮৯তম মিনিটে লেভারকুসেনের দরকারি গোলটা এনে দেন ডাচ ডিফেন্ডার জেরেমি স্ক্রিমগাং। যে দাপুটে ফুটবল খেলে লেভারকুসেনে বার্মার মিউনিখের রাজত্ব ভেঙে বুন্দেসলিগার ট্রফি জিতেছে, সেটির ছাপ ওয়েস্ট হামের বিপক্ষে ছিল না বলে ম্যাচ শেষে স্বীকারও করেছেন কোচ জাবি আলোনসো, “প্রথমার্ধে বল নিয়ে যে মানের তালুনা ও নিয়ন্ত্রণে রাখার দরকার ছিল, সেটা আমাদের যথেষ্ট ছিল না। ডুরেলসে আমরা পিছিয়ে

টানা ৪৩ ম্যাচ অপরাজিত থাকায় এতদিন শীর্ষে ছিল জুভেন্টাসের নাম। ইউরোপা লিগের সেমিফাইনালে উঠে লেভারকুসেন প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে প্রাগের স্পার্টা প্রাগ, যারা এসি মিলানকে হারিয়েছে ৩-১ অগ্রগতিমতায়। সর্বশেষ ইউরোপা লিগেও সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল লেভারকুসেন-রোমা। নিজেদের মাঠে দ্বিতীয় লেগ ড্র করেও রোমে ১-০ ব্যবধানে হেরে বসায় থামতে হয়েছিল ফাইনালের আগেই। এবার ছন্দে



ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের নিজস্বের সামর্থ্য দেখানোর দরকার ছিল। তখন আমরা ভালোও খেলেছি, নিয়ন্ত্রণও বেশি ছিল।” ওয়েস্ট হামের সঙ্গে ড্রটি লেভারকুসেনের সর্বশেষ ৪৪ ম্যাচের মধ্যে ষষ্ঠ। বাকি ৬৮টি ম্যাচই জিতেছে আলোনসোর দল। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে

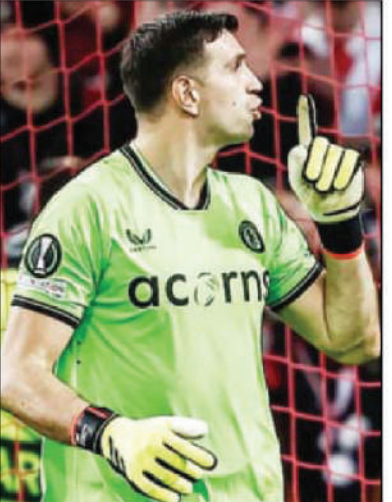
থাকা লেভারকুসেনের সামনে তাই ‘প্রতিশোধের’ও সুযোগ। ইউরোপা লিগের বাইরে ডিএফবি পোকাল জেতারও সুযোগ আছে লেভারকুসেনের সামনে। জার্মানির ধারাবাহিক কপ টুর্নামেন্টটির ফাইনালে প্রতিপক্ষ কাইজারস্টার্টন। দলটি বুন্দেসলিগার দ্বিতীয় স্তরে খেলে।

মার্টিনেজকে টানছে ‘নিয়তি’, লক্ষ্য এবার বিশেষ কিছু

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

‘অনেক উত্থান-পতন নিয়েই দুর্দান্ত একটা ক্যারিয়ার কাটছে আমার। আমি বিশ্বাসী মানুষ এবং কঠোর পরিশ্রমী। আর আজ এটাই ছিল আমার নিয়তি।’ নিয়তি? এমিলিয়ানো মার্টিনেজের ক্যারিয়ারের দিকে তাকালেই তাঁর এই কথা পক্ষে যুক্তি মিলবে। আর্জেন্টিনার বয়সভিত্তিক দলে যোগ দিয়েছিলেন ২০১০ সালে। দুই বছর পর সুযোগ পান মূল দলে। কিন্তু ২০২০ সালে অ্যাস্টন ভিলায় যোগ দেওয়ার আগে ৮ বছরে গানারদের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়েছেন মাত্র ১৫ ম্যাচ। এমনকি সে সময় গোলকিপার-সরকট থাকতেও তাকে বিকল্প দলে রাখা হয়নি। ভাগ্যটা পাল্টাতে শুরু করে ভিলায় যোগ দেওয়ার পর। আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে সুযোগ পান, কোপা আমেরিকা জয়ে রায়েন বড় ভূমিকা। ভালো খেলেন লা ফিনালিস্টিমাতোও। আর ২০২২ বিশ্বকাপটা হয়ে আসে রূপকণার মতো করেই। ফাইনালে ১২৬ মিনিটে কোলোমুয়ানির শট ঠেকিয়ে দেন অবিশ্বাস্যভাবে, টাইব্রেকার পেরিয়ে অবশেষে আরেকটি বিশ্বকাপ জেতে আর্জেন্টিনা। আর মার্টিনেজের হাতে ওঠে সেরা গোলকিপারের পুরস্কার। বড় দলে যোগ দিয়ে ক্যারিয়ারটা আরও বড় করতে আর কী চাই! ভুলা। মার্টিনেজ একটু অন্য ধাতে গড়া মানুষ। বিশ্বকাপ জিতে ফিফার বর্ষসেরা গোলকিপারের পুরস্কার জেতার পর বেশ কিছু বড় ক্লাব থেকে প্রস্তাব পেয়েছিলেন। সেসব পাত্তা না দিয়ে মার্টিনেজ গত বছর মার্চের জিনিয়ে দেন, থাকতে চান ভিলা পার্কেই। তখন বলেছিলেন, “এই ক্লাবে যোগ দেওয়ার পর আমার ক্যারিয়ার চূড়া ছুঁয়েছে। আমি সব সময়ই বলে এসেছি, এই ক্লাবের কাছে আমি কৃতজ্ঞ এবং এখানে থাকতে ভালোবাসি।” অর্থাৎ ভিলার প্রতি কৃতজ্ঞ মার্টিনেজ তাঁর পছন্দের এই ক্লাবকে কিছু ফিরিয়েও দিতে চান। সেই পথে গতকাল রাতে ভিলাকে বড় একটা ধাপ পার করতে দারুণ সহায়তা করলেন মার্টিনেজ। ফরাসি ক্লাব লিগের বিপক্ষে ইউরোপা কনফারেন্স লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে অ্যাস্টন ভিলায় ম্যাচটা না দেখে থাকলে আদর্শভাবেও হয়তো ধরে নিতে পারেন, মার্টিনেজের সেই অবদান টাইব্রেকারে! কারণটাও সম্ভবত আপনাবর জানা। দেশ ও ক্লাবের হয়ে গতকাল রাতের আগে মার্টিনেজ তাঁর ক্যারিয়ারে সর্বশেষ চারটি টাইব্রেকারেই জিতেছেন। গতকাল রাতের ম্যাচটিসহ সেটি গিয়ে ঠেকল পাঁচো। আর হ্যাঁ, টাইব্রেকারে মার্টিনেজ পোস্টের নিচে দাঁড়ানো মানে কোনও না কোনও বিতর্ক-সেই ধারণাও কিন্তু ছেদ পড়েনি। ব্যাপারটা

পূর্ণতাও পেয়েছে ম্যাচটা লিগের মাঠে হওয়ায়। ধরতে পেরেছেন নিশ্চয়ই? ফরাসি দর্শক! ২০২২ বিশ্বকাপ ফাইনালে ফ্রান্সের বিপক্ষেই টাইব্রেকার জিতিয়ে আর্জেন্টিনাকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে ফরাসি দর্শকদের স্তব্ব করে দিয়েছিলেন মার্টিনেজ। তারপর থেকেই আর্জেন্টাইন গোলকিপারের প্রতি বেশ ‘আলালি’ রয়েছে ফরাসি দর্শকদের। সেজনা মার্টিনেজের আচরণকেও অনেকাংশে দারী করতে পারেন কেউ কেউ। লিগের মাঠে টাইব্রেকারে দুটি শট ঠেকিয়ে প্রতিবারই গ্যালারির দিকে তাকিয়ে মুখে আঙুল দিয়ে ফরাসি দর্শকদের চুপ করিয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত করেছেন মার্টিনেজ। শুধু কী তাই, দেখেছেন দুটি হলুদ কার্ডও। কিন্তু তাকে



মাঠ ছেড়ে যেতে হয়নি! ভিলা পার্কে প্রথম লেগ ২-১ গোলে জিতেছিল আয়েজক্রেই। ফিরতি লেগ লি ২-১ গোলে জেতার দুই লেগ মিলিয়ে দুই দল ৩-৩ গোলে সমতায় থাকায় ম্যাচ গডায় টাইব্রেকারে। টাইব্রেকারে লিগের নাবিল বেনতালেব ও বেনজামিন আন্দ্রেস শট রুপে দেন মার্টিনেজ। টাইব্রেকারে ৪-৬ গোলের জয়ে সেমিফাইনালে উঠল অ্যাস্টন ভিলা। ভাগ্যে বিশৃঙ্খল মার্টিনেজ নিজের কথাই এই সামল্যকেই যেন নিয়তি হিসেবে বুঝিয়েছেন! তবে সেই নিয়তিতে বিতর্কও আছে। সময় নষ্ট করার জন্য ম্যাচে ২৮ মিনিটে হলুদ কার্ড দেখেন মার্টিনেজ। ম্যাচ টাইব্রেকারে গডানোর পর দ্বন্দ্বের পরীক্ষা দেওয়ার সে মুহূর্তে নিজের চিরায়ত ‘মাইন্ড গেম’ খেলতেও শুরু করেন আর্জেন্টাইন তারকা-যেমনটা করেছিলেন সর্বশেষ বিশ্বকাপ ফাইনালের টাইব্রেকারেও। বেনতালেব বল মার্কট বসানোর

পর মার্টিনেজ বলটি একবার তুলে নিয়ে যান। এরপর বেনতালেব লক্ষ্যভেদেও বার্থ হন। সেই সাক্ষরতার আনন্দে গ্যালারির দিকে ঘুরে মুখে আঙুল দিয়ে দর্শকদের চুপ থাকার ইঙ্গিত করে রেফারির কড়া শাসনটিও শুনেননি মার্টিনেজ। ফরাসি দর্শকেরাও কিন্তু কম যাননি। তাঁরা ম্যাচে অনেকবারই দুয়ো দিয়েছেন মার্টিনেজকে। মোহাকিয়ান রেফারি ইভান ব্রুজলিয়াকের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে এরপরই। টাইব্রেকারের মধ্যেই মাঠের এক কোনায় গিয়ে কিছু একটা ইঙ্গিত করছিলেন মার্টিনেজ। তখন তাঁকে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখান রেফারি। কিন্তু দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখার পরও মাঠ ছেড়ে যেতে হয়নি মার্টিনেজকে। এমনিতে দুটি হলুদ পরিণত হয় লাল কার্ডে। কিন্তু মার্টিনেজ বেঁচে গেছেন ফুটবলের আইনেই। ম্যাচের নির্ধারিত সময় এবং অতিরিক্ত সময়ে দেখা কার্ড টাইব্রেকারে গিয়ে আর যোগ হয় না। ফুটবলের আইন প্রমোটা ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ডের (আইএফএবি) প্রণীত ১০ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, ‘ম্যাচে (অতিরিক্ত সময় সহযোগে) সতর্কবার্তা ও কার্ড পেনালিটিতে বিবেচিত হবে না। ম্যাচে এবং পেনালিটিতে (কিকস ফ্রম দ্য পেনাল্টি মার্ককেএক্সপ্টিএম) হলুদ কার্ড দেখা খেলোয়াড় মাঠের বাইরে যাবেন না।’ সে যা হোক, মার্টিনেজ এরপর রেফারি আন্দ্রেস শটও রুপে দেন। নায়ক হয়েই ভিলাকে তোলেন সেমিফাইনালে। এবার ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় একমাত্র ইংলিশ ক্লাব হিসেবে টিকে থাকা দলও কিন্তু ভিলা। সেটাও তো মার্টিনেজের সৌজন্যেই! ম্যাচ শেষে মার্টিনেজ নিজের কথায় বুঝিয়েছেন, ভিলায় ইউরোপিয়ান-স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তাঁর নিয়তিতেই লেখা ছিল। মার্টিনেজ বলেছেন, “মনে হচ্ছে, এবার আমরা বিশেষ কিছুই করব। সেটা চ্যাম্পিয়নস লিগ না কনফারেন্স লিগ-তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। আমরা ক্লাবকে আরেকটু এগিয়ে নিতে সর্বটুকুই উজাড় করে দিচ্ছি।” তবে এ সুযোগে টাইব্রেকারে রেফারির হলুদ কার্ড দেখানোর সিদ্ধান্ত নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মার্টিনেজ, “আমরা এটা নিয়ে দুর্নিম আছে তাই (কার্ড দেখার কারণ)। কারণ অন্য জিনিষ গোলকিপারও সময় নষ্ট করছিল। ৩০ মিনিটের পর (২৮ মিনিট) হলুদ কার্ড দেখেছি। তখন আমরা ম্যাচটি হারের পথে ছিলাম। আমি না বোঝার তখন আমরা কাছে কী প্রত্যাশা করছিলেন। এরপর (টাইব্রেকারে) পেনাল্টি স্পটে কোনও বল ছিল না। সে জন্য বল বয়ের কাছে বল চাইতে গিয়ে হলুদ কার্ড দেখতে হলো। আমি নিয়মটিই বুঝতে পারছি না।”

বিশ্বকাপ ফাইনালে নিজের ভুল নিয়ে আক্ষেপ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিলঃ গত বছর বিশ্বকাপ ফাইনালে হার এখনও তাঁর স্মৃতিতে দগদগে। সেই রাতের কথা এখনও ভুলতে পারেননি। অস্ট্রেলিয়ার কাছে সেই ম্যাচে হারের নেপথ্যে কি তাঁর ভুল ছিল? এক সাক্ষাৎকারে তা প্রকাশ করেছেন কেএল রাহুল। তাঁর মতে, একটা ছোট ভুল না করলে ক্রিকে আরও বেশি সময় থাকতে পারতেন তিনি। তাতে ভ্রান্ত হয়তো চ্যাম্পিয়নও হয়ে যেতে পারত। সেই ম্যাচে ১০৭ রানে ৬৬ রান করেছিলেন রাহুল। মাত্র একটি বাউন্ডারি মেয়েছিলেন। স্ট্রাইক রেট ছিল ৬১.৬৮। সেই ইনিংসের পরে সমালোচনার মুখে পড়তে হয় তাকে। রাহুল বলেছেন, “বিশ্বকাপ ফাইনালের কথা এখনও মনে আছে আমার। মিচেল স্টার্ককে খেলা সেই ওভারের কথা স্পষ্ট মনে আছে। সে দিন ওর বল রিভার্স সুইং করছিল। খুব কঠিন কোণ থেকে বল করছিল বলে অনেকাংশে করতে পারছিলাম না। ওকে আক্রমণ করার বা সাবধানে খেলব, এই ভাবনা ভাবতে ভাবতেই ভুল করে বসি। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ওর বলে খোঁচা দিয়ে আউট হই।” রাহুল আরও বলেছেন, “আমার এখনও মনে হয়, সে দিন যদি ওই ভুল না করতাম এবং বাকি ওভারগুলো খেলে দিতে পারতাম, তা হলে আমাদের ফ্লোরবোর্ডে আরও অন্তত ৩০-৪০ রান যোগ হত। তা হলে আমরা হয়তো বিশ্বকাপ জিতে যেতাম। ওই একটা আক্ষেপ আমার মনে এখনও রয়ে গিয়েছে।” উল্লেখ্য, সেই ম্যাচে শতরান করে একাই অস্ট্রেলিয়াকে জিতেছিলেন ট্রেভিস হেড। সাত ওভার বাকি থাকতে ৬ উইকেটে জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। রাহুলের দাবি মতো, ভ্রান্ত আরও বেশি রান তুললেও জেতার জন্য যথেষ্ট হত কি না, সেই প্রশ্ন উঠছে।

সুচিকিৎসা

২৬ বর্ষ • পঞ্চম সংখ্যা • ১ এপ্রিল ২০২৪

সুস্বাদু আহাৰে শরীর ফিট

- সচেতনতা অবলম্বন করে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ থেকে দূরে থাকা সম্ভব
- ডায়াবেটিক নেশ্রোপ্যাথি ডায়াবেটিকদের কিডনির সমস্যা
- সফলতালভের প্রথমে দরকার সার্থক ও কার্যকরী জীবন পরিচালনা
- হাট রিপ্লেসমেন্টের কিছু সত্য ধারণা
- ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি
- সুস্বাদু গুণে ভরপুর মাহ
- সর্বোচ্চ প্রোটিন পাওয়া যাবে মাংসে

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন